মুদ্রারাক্ষস।

সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসের অনুবাদ।

শ্রীহরিনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

তৃতীয়বার মুদ্রিত।

ইং ১৮৬৭ সাল।

মূল্য [illegible] আনা মাত্র।

মুদ্রারাক্ষস।

সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসের অনুবাদ।

শ্রীহরিনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত।

কলিকাতা।

মৃজ্জাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮। ৫।

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

তৃতীয় বার মুদ্রিত।

ইং ১৮৬৭ সাল।

মূল্য বার আনা মাত্র।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত ভাষায় 'মুদ্রারাক্ষস' অতি উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহার রসাস্বাদন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং ইহাকে এক নবীন-প্রকার চমৎকার নাটক বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাতে আদ্য রসের লেশমাত্রও নাই, এবং অন্যান্য নাটকের ন্যায় অসম্ভব ঘটনাও নাই। অন্যান্য নাটকে রাজনীতি-ঘটিত প্রসঙ্গ অতি-বিরল, কিন্তু ইহার অন্তর্গত প্রায় সমুদয় ঘটনাগুলিই রাজনীতি বিষয়ক। বিশেষতঃ অসামান্য প্রভুভক্তি, অকৃত্রিম বন্ধুতা ও অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ঈদৃশ উত্তম উদাহরণস্থল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু এই গ্রন্থ পাঠে এতদ্দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর চাণক্যের অসাধারণ মন্ত্রণাচাতুর্য্য ও অলৌকিক বুদ্ধিকৌশলের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত ও তদীয় জীবনের অধিকাংশ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায়। অতএব সর্ব্ববিধায়েই এই নাটক উত্তম পাঠোপযোগী স্বীকার করিতে হইবে।

আমি এই বিবেচনা করিয়াই মুদ্রারাক্ষসের অনুবাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করি নাই, আখ্যায়িকামাত্র অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ-খানি লিখিয়াছি। আরও অধুনাতন পাঠকবৃন্দের সর্ব্বতোভাবে পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত অনেক স্থলেই গ্রন্থকর্ত্তার ভাব পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলেই অভিনব ভাব সংযোজিত করা

গিয়াছে। ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে সুধী-গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

পাঠকদিগের আখ্যায়িকার যথার্থ মর্ম্মাববোধ ও সবিশেষ স্বাদগ্রহ হইবে বলিয়া আমি বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া নানা ইতিহাস হইতে এই প্রবন্ধের পূর্ব্বপীঠিকাটী সঙ্কলিত করিয়াছি, এক্ষণে পুস্তক-খানি পাঠকগণের আদরণীয় হইলেই আমার সমস্ত পরি-শ্রম সার্থক হইবে।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

মুদ্রারাক্ষস ছাত্রদিগের উত্তম পাঠোপযোগী সুতরাং বিদ্যালয়-সমূহে চলিত হইবে মনে করিয়া আমি উহার অনুবাদ করি; এক্ষণে আমার সেই মানস সম্পূর্ণ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ ইংরাজী ১৮৬৪ সালের এন্ট্রেন্স পরীক্ষার পুস্তক মধ্যে এখানিও পরি-গণিত করিয়াছিলেন, এবর্ষে মহানুভব শ্রীল শ্রীযুক্ত উড্রো সাহেব ইন্‌স্পেকটর মহাশয় বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

অন্যান্য ইতিহাস-গ্রন্থের সহিত ঐক্য রাখিতে গিয়া প্রথম বারে পূর্ব্বপীঠিকামধ্যে একটী স্থলে অপশব্দ প্রয়োগ হইয়াছিল, দ্বিতীয় বারে অধ্যক্ষ মহোদয়গণের মতানুসারে সেই স্থলটী পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

সন ১২৭৩। মাঘ।
১৮৬৭। জ্যানুয়ারি। — শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা।

—০০৪৪৪৪০০—

পূর্ব্বপীঠিকা।

পূর্ব্বকালে মগধরাজ্য ভারতবর্ষের এক প্রধান জনস্থান ছিল। জরাসন্ধ প্রভৃতি বীরশ্রেষ্ঠ পৌরব রাজপুরুষেরা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রবল প্রতাপ ও বল-বিক্রম এত অধিক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল যে, তৎকীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু জগতের কোন বস্তুই অবিনশ্বর নহে, এবং ভাগ্যলক্ষ্মী কাহারও চিরস্থায়িনী হয় না, কালবলে সকলই বিলয়প্রাপ্ত ও সকলই পরিবর্ত্তিত হয়। পুরুবংশের তথাবিধ পরাক্রম নিয়তিক্রমে পরিহীয়মাণ হইলে, শূদ্রজাতীয় মহাবলশালী বিখ্যাত মহীপতি নন্দ পৌরবরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তদীয় জয়পতাকা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল।

ইতিহাস গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে "এক শত আটত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মগধদেশে নন্দবংশের রাজত্ব ছিল।" এই বংশে মহানন্দের জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত পরা-

ক্রমশালী নরপাল ছিলেন। যৎকালে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মহাবীর আলেকজেণ্ডর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, মহানন্দ বিংশতি সহস্র অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতি ও বহু-সঙ্খ্য হস্তিসৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন [illegible] এরূপ প্রসিদ্ধি আছে মহানন্দের সময় তৎসদৃশ পরাক্রান্ত রাজা ভারত-বর্ষে বড় অধিক ছিল না।

রাজা মহানন্দের দুই মন্ত্রী ছিলেন, প্রধান মন্ত্রীর নাম শকটার, দ্বিতীয়ের নাম রাক্ষস। শকটার শূদ্র-জাতীয়, রাক্ষস ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই অসাধারণ বুদ্ধিমান্, কার্য্যদক্ষতা ও রাজনীতি-চাতুর্য্য-বিষয়ে উভয়েই বিখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে রাক্ষস অতিধীর ও একান্ত প্রভুভক্ত, শকটার সাতিশয় উদ্ধত-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রাচীন মন্ত্রী বলিয়া কখন কখন রাজার উপরেও আধিপত্য করিতে চাহিতেন। মহানন্দও অত্যন্ত গর্ব্বিত ও ক্রোধ-পরতন্ত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পরস্পরের স্বভাব কোন মতেই সঙ্গত হইত না। পরিশেষে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে সপরিবার কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের আহারার্থ দুই সের শক্তু মাত্র প্রদান করিতেন।

শকটার বহুকাল প্রধান মন্ত্রীর পদে অতিসম্ভ্রান্ত-ভাবে ছিলেন। ঈদৃশ অবমাননা তাঁহার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে শক্তু-শরাব হস্তে করিয়া পরিবারদিগকে

বলিতেন, আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি নন্দ-কুল উন্মূলিত করিতে পারিবে সেই এই শক্তু ভোজন করিবে। যাহাহউক শকটারের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার চিরকাল সুখসেব্য সামগ্রীই সেবন করিত, এতাবৎ ক্লেশ তাহাদিগের স্বপ্নেও অনুভূত ছিল না; সুতরাং অচিরাৎ একে একে সকলেই কারামধ্যে প্রাণত্যাগ করিল।

শকটারের একতঃ তথাবিধ অপমান, তাহাতে প্রিয়পরিজনগণের অকালমৃত্যু হওয়াতে তিনি নিরতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি অনাহারেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়াতে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি কি উপায়ে অভীষ্ট সাধন করিবেন মনে মনে তাহারই উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় তদীয় কারামোচনের একটী সুন্দর উপায় উপস্থিত হইয়াছিল।

এরূপ শ্রুত আছে, রাজা মহানন্দ এক দিন অলিন্দের উপর মুখপ্রক্ষালন করিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে আসিতেছিলেন। বিচক্ষণা নাম্নী তদীয় দাসী অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান ছিল, সে রাজাকে হাসিতে দেখিয়া আপনিও ঈষৎ হাস্য করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিচক্ষণা, তুমি কেন হাস্য করিলে? সে কহিল মহারাজ যে জন্য হাস্য করিয়াছেন আমিও সেই জন্যই হাসিয়াছি। রাজা কুপিত হইয়া কহিলেন, বিচক্ষণা, যদি তুমি আমার হাস্যের কারণ বলিতে পার তাহা হইলে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই দিব; অন্যথা এই দণ্ডেই তোমার প্রাণদণ্ড করিব। দাসী ভীত হইয়া

নিরুপায় ভাবিয়া কহিল, মহারাজ, আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এক মাস সময় দিলে আমি ইহার প্রকৃত কারণ বলিতে পারিব। এ কথায় রাজা তথাস্তু বলিয়া দাসীকে বিদায় করিলেন।

দাসী সময় লইল বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না; যত সময় অতীত হইতে লাগিল প্রাণভয়ে ততই ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ আত্মীয়বর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; কিন্তু কেহ কিছুই স্থির বলিতে পারিল না। পরিশেষে দাসী বিবেচনা করিল, শকটার এখানকার প্রাচীন মন্ত্রী ও অসামান্য-বুদ্ধিমান্, অতএব একবার তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। দাসী এই বিবেচনা করিয়া সুস্বাদ জলপানীয় সামগ্রী সঙ্গ্রহ করিয়া শকটারের নিকট গমন করিল। শকটার পানভোজনান্তে তদীয় আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, সে অতিকাতরা হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় আসন্ন বিপদ্ অবগত করিল।

মন্ত্রী কহিলেন, বিচক্ষণা, এবম্বিধ বিষয়ের সবিশেষ প্রকরণগ্রহ না হইলে কখনই কারণ উদ্ভাবিত করিতে পারা যায় না। অতএব রাজা কোন্ স্থানে কি ভাবে হাস্য করিয়াছিলেন বিশেষ করিয়া বল। দাসী বলিল রাজা অলিন্দের উপর মুখ প্রক্ষালন করিয়া গৃহমধ্যে আসিবার সময় ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। শকটার মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিচক্ষণা, আমি তদীয় হাস্যের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। মুখ প্রক্ষালন-কালে মুখোৎসৃষ্ট তোয়গত ক্ষুদ্র বিম্বেতে রাজার বট-বীজের ভ্রম হইয়াছিল, এবং ঐ ক্ষুদ্র বীজ মধ্যে প্রকাণ্ড

বৃক্ষ অন্তর্বিলীন রহিয়াছে, মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল ; পশ্চাৎ বিম্ব সকল বিলীন হইলে ভ্রমজ্ঞান তৎক্ষণাৎ অপনীত হইল। তখন রাজা স্বকীয় অন্তঃকরণে বাতুলের ন্যায় অদ্ভুত উদাসীন ভাবের উদয় হইয়াছিল মনে করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। দাসী কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল মন্ত্রিবর যদি এইটীই রাজার হাস্যের প্রকৃত কারণ হয়, ও এ যাত্রা রক্ষা পাই, তাহা হইলে যেরূপে পারি আমি আপনকার কারাবিমোচন করিব, এবং যাবজ্জীবন বশম্বদ হইয়া থাকিব। এ কথায় শকটার তাহাকে অভয়দান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

ঐ সময় রাজা অন্তঃপুর মধ্যে ছিলেন, দাসী তথায় উপস্থিত হইয়া সভয়ে দণ্ডায়মান হইলে রাজা তদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আপনার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী কৃতাঞ্জলি হইয়া শকটার যেরূপ বলিয়াছিলেন অবিকল তাহাই বলিল। রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, বিচক্ষণা, তোমার আর ভয় নাই, আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা দিব, কিন্তু সত্য করিয়া বল কোন্ অসাধারণ বুদ্ধিমান্ সূক্ষ্মার্থদর্শী হইতে ইহা উদ্ভাবিত হইল। দাসী কহিল, মহারাজ, আপনকার প্রাচীন মন্ত্রী শকটার ইহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে মহানন্দ সাতিশয় চমৎকৃত আহ্লাদিত ও কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত-প্রায় হইয়া তদীয় অসামান্য সূক্ষ্মদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দাসী সময় বুঝিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি

শকটার হইতে প্রাণদান পাইলাম, আপনি কৃপাবলোকন করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিলে আমার যথোচিত পুরস্কার লাভ হয়। দাসীর এইরূপ প্রার্থনায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় কারামোচনের আদেশ প্রদান করিলেন, এবং পরিশেষে রাক্ষসকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে নিয়োজিত করিলেন।

শকটার মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহানন্দ যদিও আপাততঃ আমার প্রতি কিছু দয়া প্রকাশ করিল, কিন্তু ঈদৃশ অব্যবস্থিত-চেতা যথেচ্ছাচারী প্রভুর সেবা করা সসর্পগৃহ-বাসের ন্যায় সাতিশয় শঙ্কার স্থান সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ রাক্ষসের অধীনতা স্বীকার আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমানের বিষয়; আর আমি কারাবাস কালে নন্দকুল বিনষ্ট করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তবে যত দিন উহার একটা উপায় অবলম্বন করিতে না পারি তত দিন এই ভাবে থাকাই কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশে কথঞ্চিৎ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শকটার প্রিয়-পরিজন বিয়োগে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে বিনোদনার্থ অশ্বারূঢ় হইয়া একাকী প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। তথায় এক দিন দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ একান্তমনে কুশমূল উন্মূলিত করিয়া তক্র ঢালিয়া দিতেছে। দেখিবামাত্র কিঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে ব্রাহ্মণ, আপনি কি নিমিত্ত একাকী প্রান্তর মধ্যে ঈদৃশ ক্লেশকর ব্যাপারে নিযুক্ত

হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ শকটারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আমি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি এই প্রান্তরে যত কুশ আছে সমুদায় বিনষ্ট করিব। শকটার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনার নাম ও ব্যবসায় কি এবং কি নিমিত্তই বা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন? তিনি কহিলেন, মহাশয়, আমার নাম চাণক্য-শর্ম্মা, আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এক্ষণে সংসারাশ্রমী হইবার মানসে লোকালয়ে আসিয়াছি। কিয়দ্দিন হইল এই পথে বিবাহ করিতে যাইতেছিলাম, পদতলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ হওয়াতে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে রোগ ও শত্রু অতিক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রতি উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। আমি এই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি। আর রসায়ন-বিদ্যায় আমার পারদর্শিতা আছে, বস্তুগুণ-বিচারে পূর্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তক্র-স্পর্শে কুশ নষ্ট হয়, আমি সেই নিমিত্ত কুশমূল উৎপাটিত করিয়া তক্র ঢালিয়া দিতেছি।

শকটার চাণক্যের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, ইহাঁর তুল্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শালী পুরুষ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। আর ইহাঁকে অসাধারণ পণ্ডিতও দেখিতেছি, আকৃতি ও ভাবভঙ্গী দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে এব্যক্তি সাতিশয় বুদ্ধিমান্ কার্য্যদক্ষ কুটিল ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন। অতএব কোন উপায়ে মহানন্দের প্রতি এই ব্রাহ্মণের ক্রোধোৎপাদন করিয়া দিতে পারিলে ইষ্টসাধন-বিষয়ে আমাকে

আর বড় একটা প্রয়াস পাইতে হইবে না। এই ব্যক্তিই মহানন্দকে সবংশে বিনষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। শকটার এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহাশয়, যদি আপনি নগরে গিয়া চতুষ্পাঠী করিয়া অবস্থান করেন তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই বহুসংখ্য লোক নিযুক্ত করিয়া প্রান্তর কুশশূন্য করিয়া দিই। মন্ত্রিবচনে চাণক্য সম্মত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ লোকদ্বারা সমুদায় কুশ নির্ম্মূল করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নগরমধ্যে তাঁহার একটী সুন্দর চতুষ্পাঠী হইল, বিদ্যার্থিগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলে, সুধীবর চাণক্য সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তদীয় বিদ্যা বুদ্ধির প্রতিভা দর্শনে সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মান্য করিতে লাগিল, শিষ্যগণ তাঁহাকে একেবারে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

শকটার চাণক্যকে আনিয়া অবধি কিরূপে ইষ্ট সাধন করিবেন তাহারই উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মহানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। শকটার চিন্তা করিলেন আমি রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে চাণক্যকে লইয়া গিয়া পাত্রীয় আসনে বসাইব, ইহাঁর যেপ্রকার আকার, বোধ হয় মহানন্দ ইহাঁকে বরণ করিতে কোন মতেই সম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ রাক্ষসের প্রতি ব্রাহ্মণ আনিবার ভার আছে, তিনি অবশ্যই কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিবেন ও তাহাকে বরণ করাইবার নিমিত্ত

বিশিষ্ট চেষ্টাও পাইবেন ; তাহা হইলেই মদীয় মনো-রথ সিদ্ধ হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। শকটার এইরূপ চিন্তা করিয়া চাণক্যকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক রাজবাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পাত্রীয় আসনে বসা-ইয়া স্বয়ং কোন কার্য্য ব্যপদেশে তথাহইতে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বেই রাক্ষস এক জন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন এক জন কৃষ্ণবর্ণ কদাকার অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসনে বসিয়া আছেন ; দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়, আপনাকে এখানে কে আনিয়াছে। চাণক্য কহিলেন আমাকে শকটার মন্ত্রী নিমন্ত্রিত করিয়া আনি-য়াছেন। রাক্ষস এই কথা শুনিয়া আপনার আনীত ব্রাহ্মণটীকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা শ্রাদ্ধীয় সভায় আসিতেছিলেন, রাক্ষস সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ, আমি আপনকার আদেশে ইহাঁকে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছি ; কিন্তু শকটার এক জন উদাসীন ব্রাহ্মণকে আনিয়া সেই আসনে বসাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বরণীয় হইতে পারেন না। কৃষ্ণবর্ণ শ্যাবদন্ত আরক্তনেত্র ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। অতএব এক্ষণে মহা-রাজের যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করুন। মহানন্দ একতঃ অব্যবস্থিতচিত্ত ও শকটারের প্রতি তাঁহার চির-বিদ্বেষ ছিল, তাহাতে তিনি বিনা আদেশে এক জন অপরিচিত ব্রাহ্মণকে বসাইয়া স্বয়ং প্রস্থান করিয়াছেন

শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া দ্রুতগতি শ্রাদ্ধীয় সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং চাণক্যের তথাবিধ কুৎসিতাকার দর্শনে তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই একবারে শিখাকর্ষণ পূর্ব্বক আসনহইতে উঠাইয়া দিলেন। সভামধ্যে ঈদৃশ অপমান কেহই সহ্য করিতে পারে না। চাণক্য অত্যন্ত তেজস্বি-স্বভাব, রাজা তাঁহাকে যেমন উঠাইয়া দিলেন অমনি তদীয় আরক্ত নয়ন ক্রোধে দ্বিগুণিত-রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, শিখা আলু-লায়িত হইল। তখন তিনি ভূতলে পদাঘাত করিয়া কহিলেন, অরে দুরাত্মা মহানন্দ! তুই আমাকে যেমন নিরপরাধে অপমান করিলি, তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইতে হইবে। অহে সভ্যগণ, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিলে, আমার নাম চাণক্য শর্ম্মা, রাজা তোমাদিগের সমক্ষে নিরপরাধে আমার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিলেন, এই শিখা নন্দবংশের কাল-ভুজঙ্গীস্বরূপ জানিবে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে না পারিব তত দিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল। চাণক্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। সভ্যগণ রাজার ঈদৃশ গর্হিত ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কিছু না বলিতে পারিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন।

চাণক্য রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া একবারে শকটার মন্ত্রির আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শকটারও চাণক্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের ন্যায় আসিতে দেখিয়া নিজ মনোরথ সম্পূর্ণ হইয়াছে, বুঝিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

চাণক্য উপস্থিতমাত্র সক্রোধবচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে শকটার! অদ্য দুরাশয় মহানন্দ আমাকে সভাসমক্ষে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছে, আমিও তাহাকে সবংশে বিনষ্ট করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ইহা শ্রবণে শকটার প্রথমতঃ তাঁহাকে উত্তেজক বাক্যদ্বারা সমধিক উৎসাহিত করিলেন, পশ্চাৎ যেরূপে আপনার কারাবাস হইয়াছিল, যেরূপে প্রিয় পরিজন বিনষ্ট হইয়াছিল এবং বিচক্ষণা দ্বারা যেরূপে আপনি কারামুক্ত হইয়াছেন, সমুদায় সবিশেষ বর্ণন করিলেন; এবং সর্ব্বশেষে কহিলেন, মহাশয়, আপনকার এই অপমানের নিদান একপ্রকার আমিই হইয়াছি, অতএব আপনকার প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ-বিষয়ে যাহা করিতে বলিবেন আমি সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিব না। চাণক্য শকটার-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, অহে মন্ত্রিবর, আপনি অদ্যই রাত্রিযোগে বিচক্ষণার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিউন, আপনি তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, বোধ হয় সে কোন বিষয়ে মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে। আর শত্রুর আন্তরিক বৃত্তান্ত জানিতে না পারিলে, তদীয় নিধনের সহজ উপায় উদ্ভাবিত করা যায় না; আমি এখানকার নিতান্ত উদাসীন, আপনি এখানে বহুকাল আছেন, রাজবাটীর সমুদায় বৃত্তান্তই জানেন, অতএব রাজপরিবারের কাহার কিরূপ ভাব, কে কিপ্রকার অবস্থায় আছে, সবিশেষ বর্ণন করুন।

শকটার কহিলেন, মহাশয়, রাজার স্বভাব আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাঁর আট পুত্র; জ্যেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত, এক ক্ষৌরকারপত্নীর গর্ভসম্ভূত। সে অতি-

ধীর-প্রকৃতি ও অতিসচ্চরিত্র, শস্ত্রবিদ্যায় পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। "আর সাত জনের কোন গুণ নাই, পিতার যাবতীয় দোষই তাহাদিগের শরীরে আছে। চন্দ্রগুপ্ত প্রজাগণের প্রিয়পাত্র বলিয়া সুজাত ভ্রাতারা তাহার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ করে, ও দাসীপুত্র বলিয়া বাক্যযন্ত্রণা দেয়। রাজার ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধি অতি-মৃদুপ্রকৃতি ও নিতান্ত অক্ষম; রাজসংসারে যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি কেবল রাক্ষসই আছেন। অতএব এক্ষণে আমাদিগকে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে প্রভুভক্ত রাক্ষস তাহার মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে না পারেন এমত সাবধান হইয়া করিতে হইবে।

চাণক্য রাজার আন্তরিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং শকটারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর! অদ্য রাত্রিশেষে চন্দ্রগুপ্তকে এই স্থানে আনাইতে হইবে, তাহা হইলে সকল সমীহিতই সিদ্ধ হইতে পারিবে।

অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, শকটার কৌশল ক্রমে বিচক্ষণাকে ডাকাইয়া চাণক্যের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বিচক্ষণাও প্রাণপণে সাহায্য করিবে স্বীকার করিল। পরে দাসী চলিয়া গেলে, শকটার চন্দ্রগুপ্তকে ডাকাইয়া আনিয়া, আপনাদিগের আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ভ্রাতাদিগের অত্যুক্তিতে বিরক্ত হইয়া কখন কখন বনবাসী হইতেও ইচ্ছা করিতেন; এক্ষণে, "চাণক্য অতি উপযুক্ত লোক, ইহাঁকে সহায় করিতে পারিলে পরিণামে যথেষ্ট মঙ্গল হইতে পারিবে"

বিবেচনা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অনুগামী হইলেন।

অনন্তর চাণক্য, চন্দ্রগুপ্তকে ও স্বকীয় শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া একবারে তপোবনে গমন করিলেন। তথায় জীবসিদ্ধি নামক একজন তদীয় সহাধ্যায়ী মিত্র বাস করিতেন। চাণক্য তাঁহাকে আপনার প্রতিজ্ঞা-বৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিলেন, সখে, যত কাল আমার ইষ্ট-সিদ্ধি না হইবে তোমাকে রাজমন্ত্রী রাক্ষসের নিকট ক্ষপণকবেশে অবস্থান করিতে হইবে। জীবসিদ্ধি চাণক্য-বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে নিজকুটীরে রাখিয়া স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া কৌশলক্রমে রাক্ষসের বিশ্বাসভাজন হইলেন।

শ্রুত আছে, চাণক্য জীবসিদ্ধিকে বিদায় করিয়া তথায় তিন দিন অভিচার করেন, এবং অভিচারান্তে স্বকীয় শিষ্য দ্বারা শকটারের নিকট কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য পাঠাইয়া দেন। তিনি উহা বিচক্ষণার হস্তে প্রদান করিলে, সে রাজা ও রাজতনয়গণের গাত্রে স্পর্শ করাইয়া দেয়, তাহাতে তিন দিন মধ্যে তাঁহাদিগের প্রাণ ত্যাগ হয়। কিন্তু আমাদিগের ইহাই বোধ হয়, তদানীন্তন সাধারণ লোকের অভিচারের প্রতি বিশ্বাস ছিল এবং অভিচার-সমর্থ ব্রাহ্মণকে সকলেই ভয় করিয়া চলিত; চাণক্য ইহাই বিবেচনা করিয়া কেবল লোক প্রত্যয়ার্থ তাদৃশ আড়ম্বর করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ তৎ-কালে রসায়ন বিদ্যার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, চাণক্যও তাহাতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি এমত কোন

বস্তু প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যে তদ্দারা তাঁহা-দিগের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল।

এই স্থানে কোন কোন ইতিহাস লেখকেরা বলেন, শকটার স্বয়ং মহানন্দকে বিনষ্ট করেন, তৎপরে তদীয় সাত পুত্র কিছুকাল রাজত্ব করিলে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তসহ মিলিয়া তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা মুদ্রারাক্ষসের সহিত সর্ব্বাবয়বে সুসঙ্গত হয় না। যাহা হউক, চাণক্য যে স্বয়ং নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপে সপুত্র মহানন্দের প্রাণ-বিয়োগ হইলে, নাগ-রিক লোক সকল তটস্থ-প্রায় হইল, রাজ্যমধ্যে একটা হুলস্থুল উপস্থিত হইল, দেশে দেশে চাণক্যের উদ্দেশে লোক প্রেরিত হইল; সকলেই বুঝিলেন চাণক্য, শকটার ও চন্দ্রগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া কোন দূরদেশে প্রস্থান করিয়া, অভিচার দ্বারা সপুত্র রাজার প্রাণ-সংহার করিলেন। বস্তুতঃ শকটার তাঁহার সহিত ছিলেন না, তিনি রাজার মৃত্যুর কিঞ্চিৎক্ষণ পূর্ব্বেই স্বকীয় মনোরথ সিদ্ধ হইল, জানিয়া নিবিড় বনে প্রবেশপূর্ব্বক অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক রাক্ষস, একজন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতে এতদূর অনিষ্ট হইবে স্বপ্নেও জানিতেন না। এক্ষণে প্রভুবিয়োগে সাতিশয় কাতর ও হতবুদ্ধি প্রায় হইলেন, এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে সিংহা-সনে বসাইয়া অতি সাবধানে রাজকার্য্য করিতে লাগি-লেন।

অনন্তর চাণক্য সৈন্য ব্যতিরেকে মগধ-সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন না, বিবেচনা করিয়া তৎ-

সংগ্রহার্থ কিছুকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। পরিশেষে পর্ব্বতক নামক এক জন বন্য রাজার সহিত আলাপ হইল। চাণক্য তাঁহাকে, নন্দরাজ্য হস্তগত হইলে অর্দ্ধাংশভাগী করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পর্ব্বতক স্বভাবতঃ অত্যন্ত লোভ-পরতন্ত্র ছিলেন। সুতরাং চাণক্যের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। এবং তাঁহার সহিত যে সকল ম্লেচ্ছ রাজাদিগের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য ছিল, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মলয়কেতু ও ভ্রাতা বৈরোধক সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

এইরূপে চাণক্য অসঙ্খ্য সৈন্য সামন্ত লইয়া কতিপয় দিবসমধ্যে আসিয়া কুসুমপুর অবরোধ করিলেন। পঞ্চদশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল, প্রত্যেক যুদ্ধেই নাগরিকেরা পরাস্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি, রাজ্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য এবং রাজ্যচ্যুত হইয়া সংসারে থাকাও নিতান্ত ক্লেশকর, বিবেচনা করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক একবারে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাক্ষস রাজ্যের অমঙ্গল দর্শনে মনে করিয়াছিলেন, সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে সঙ্গে লইয়া কোন প্রবল নরপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, সুতরাং সহসা রাজার বৈরাগ্য অবলম্বন তাঁহার অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি সর্ব্বার্থসিদ্ধির অনুসরণ করিয়া, তাঁহাকে বৈরাগ্যাশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই কর্ত্তব্য অবধারিত করিলেন। পরে নগরনিবাসী এক জন ধনাঢ্য মণিকারের ভবনে আত্মপরিজন সংগোপিত করিয়া, শকটদাস-প্রভৃতি কতিপয় বিশ্বস্ত ব্যক্তির

হস্তে কএকটী কার্য্যের ভার দিয়া, স্বয়ং সর্ব্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তপোবন-যাত্রা করিলেন। ক্ষপণক-বেশধারী জীবসিদ্ধিও রাজা ও রাজমন্ত্রীর তপোবন-প্রস্থান, চাণক্যকে অবগত করিয়া, অমাত্যের সহচর হইলেন।

এদিকে চাণক্য এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া বিবেচনা করিলেন, যদি রাক্ষস সর্ব্বার্থসিদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া কোন বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে রাজ্যে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা; অতএব এই বেলাই তাহার সবিশেষ উপায় করা কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বার্থসিদ্ধি জীবিত থাকিলে আমার নন্দকুলোচ্ছেদের প্রতিজ্ঞাও অসম্পূর্ণ থাকিতেছে। চাণক্য, এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির বধোদ্দেশে কতিপয় সৈনিক পুরুষ পাঠাইয়া দিলেন; তাহারা, রাক্ষস তপোবনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, এদিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধির প্রাণ সংহার করিল।

অনন্তর রাক্ষস তপোবনে উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বার্থসিদ্ধি শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, শুনিয়া সাতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া হতাশপ্রায় হইয়া কএক দিবস সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। অনন্তর চাণক্য সৈনিকমুখে সর্ব্বার্থসিদ্ধির বিনাশের সংবাদ পাইয়া মনে করিলেন আমি অতি দুস্তর প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইলাম, এক্ষণে রাক্ষসকে আয়ত্ত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী করিতে পারিলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়। চাণক্য এই বিবেচনা করিয়া রাক্ষসকে মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। কিন্তু প্রভুভক্ত রাক্ষস তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন।

রাক্ষস একদিন তপোবনে থাকিয়া বিবেচনা করিলেন রাজা পর্ব্বতকেশ্বরের সাহায্যই চাণক্যের একমাত্র বল, কোন উপায়ে তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলেই চাণক্যকে পরাভূত করিতে পারা যাইবে। রাক্ষস এই বিবেচনা করিয়া পর্ব্বতকের রাজধানীতে গমন করিলেন। এক জন অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ তত্রত্য মন্ত্রী ছিলেন, রাক্ষস তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন, পরিশেষে কহিলেন আমার নিতান্ত মানস, রাজা পর্ব্বতক মগধ-সিংহাসনের একমাত্র স্বামী হয়েন।

মন্ত্রী অতি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বড় একটা রাজকার্য্য করিতে পারিতেন না, এক্ষণে রাজনীতি-বিশারদ রাক্ষসকে আত্মপদে নিয়োজিত করিবার মানসে এই সমস্ত সংবাদ অতিগোপনে পর্ব্বতকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পর্ব্বতক, মগধরাজ্য অধিকৃত হইলেও, রাজ্যার্দ্ধলাভে বিলম্ব হওয়াতে চাণক্যের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সমগ্র রাজ্য লাভের প্রত্যাশায় প্রস্তুত বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিয়া, পত্রদ্বারা রাক্ষসের হস্তে সমুদায় ভার অর্পণ করিলেন। এবং আপনার অধিকাংশ সৈন্য দেশে বিদায় করিয়া দিয়া, আপনি কপট মিত্রভাবে চাণক্যের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চাণক্য রাক্ষস-সহচর জীবসিদ্ধি হইতে এই সমস্ত সম্বাদ পাইয়া সমধিক সাবধান হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কেইবা আত্মপক্ষ, কেইবা পরপক্ষ, সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া বহুবিধ দেশাচার পারদর্শী

বহুবিধ ভাষাভিজ্ঞ নানা-বেশধারী উপযুক্ত ব্যক্তি-দিগকে নানা কার্য্যে নিযোজিত করিতে লাগিলেন। নন্দ বংশের আত্মীয় ও পর্ব্বতক-পক্ষীয় ব্যক্তিবর্গের গতি-প্রবৃত্তি সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষীয় কোন ছদ্মবেশধারী পুরুষ আসিয়া সহসা চন্দ্রগুপ্তের অত্যাহিত করিতে না পারে তন্নিমিত্ত কতিপয় সুচতুর ব্যক্তিকে তাঁহার সহচর করিয়া রাখিলেন। এইরূপে চাণক্য আপনার চারি দিক সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়া, পর্ব্বতকের তাদৃশ ধূর্ত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি দিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাক্ষস, পর্ব্বতকের মন্ত্রী হইয়া অবধি, কি উপায়ে মগধরাজ্য হস্তগত হইবে নিরন্তর তাহারই অনুধ্যান করিতেছিলেন; দেখিলেন, কেবল পর্ব্বতক হইতে ঈদৃশ দুঃসাধ্য ব্যাপার কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না, ত্বরায় অন্য কোন রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইবে। এই মনে করিয়া রাক্ষস পর্ব্বতকের অনুমতি লইয়া তদীয় রাজ্য হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি কুলূত, মলয়, কাশ্মীর, সিন্ধু, ও পারস্য, ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চ রাজ্য ভ্রমণ করিলেন; সর্ব্বত্রই পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইলেন এবং প্রত্যেক রাজাই তাঁহার নিকট যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

অনন্তর ঐ পঞ্চ রাজার সহিত সৌহার্দ্দ হইলে, রাক্ষস ছলক্রমে চন্দ্রগুপ্তকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কুসুমপুরে একটী বিষকন্যা প্রেরণ করিলেন, এবং জীবসিদ্ধিকে

বিশ্বস্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার সহচর করিয়া দিলেন।

রাক্ষস জীবসিদ্ধির সমক্ষে কন্যার বিষয় সবিশেষ ব্যক্ত না করিলেও তিনি অমাত্যের ভাবভঙ্গীতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই কন্যা অবশ্যই পুরুষঘাতিনী হইবে। তন্নিমিত্ত তিনি কুসুমপুরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে চাণক্যকে সমুদায় অবগত করিয়া, পশ্চাৎ কন্যা লইয়া চন্দ্রগুপ্তকে উপহার প্রদান করিলেন। চাণক্য পর্ব্বতকের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধূর্ত্ততার সমুচিত শাস্তি দিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তিনি এই উপহার সাতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তৎ সহচরদিগকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলেন। এবং রাত্রিযোগে ঐ উপায়ন পর্ব্বতকরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই বিষময়ী কন্যা হইতে সেই রাত্রিতেই পর্ব্বতকের মৃত্যু হইল। অনন্তর চাণক্য মনেং চিন্তা করিলেন, মলয়কেতু এখানে থাকিলে ইহাকে রাজ্যের অংশ দিতে হইবে, অতএব রাত্রি প্রভাত না হইতেই, ইহাকে এখান হইতে অপবাহিত করা কর্ত্তব্য; চাণক্য এইরূপ চিন্তা করিয়া ভাগুরায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে মলয়কেতুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সভয়বচনে কহিলেন, মহাশয়, অদ্য চাণক্য পর্ব্বতকেশ্বরের যথার্থ বিষকন্যা প্রয়োগ করিয়াছেন, আপনাকেও বিনষ্ট করিবেন বোধ হইতেছে। অতএব এই বেলা এখান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।

মলয়কেতু অকস্মাৎ ঈদৃশ বিপদ্বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় ভীত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পিতার শয়নাগারে

উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন পিতার মৃতদেহ শয্যায় পতিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্র ভয় বিস্ময় ও শোকে হতবুদ্ধি হইয়া, ভাগুরায়ণের পরামর্শানুসারে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তদ্দণ্ডেই স্বকীয় রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মলয়কেতুর পলায়নের পূর্ব্বে চাণক্য ভদ্রভট প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্ত-সহোত্থায়ী কতিপয় রাজপুরুষকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার অনুগামী হইলেন। পরদিন নগরমধ্যে একটা মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইলে, চাণক্য প্রচার করিয়া দিলেন, যে চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতক উভয়েই আমার প্রিয়-পাত্র, ইহাঁদিগের অন্যতর বিনষ্ট হইলেই আমার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে, রাক্ষস ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া বিষকন্যা প্রয়োজিত করিয়া পর্ব্বতকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। চাণক্যের এই চতুরতা প্রজাগণমধ্যে কেহই বুঝিতে পারিল না। রাক্ষস যে পর্ব্বতকেশ্বরের মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিয়া তৎপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা তত্রত্য কেহই জানিত না, সুতরাং তিনিই এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল। পর্ব্বতক-ভ্রাতা বৈরোধ সহোদরের বিয়োগ ও মলয়কেতুর পলা-য়ন উভয়ই আত্মপক্ষে শুভসাধন বলিয়া বোধ করিলেন। তিনি মগধরাজ্যের অর্দ্ধাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন বলিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাক্ষস বিষকন্যা প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পর্ব্বতক-রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। মলয়কেতু উপস্থিত হইলে পর্ব্বতক-বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তদীয় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ক্রমেই

প্রবল হইতে লাগিল; পরিশেষে তিনি মলয়কেতুকে সমুচিত আশ্বাস প্রদান করিয়া, চাণক্যকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইতি পূর্ব্বপীঠিকা সমাপ্তা।

এক দিন স্নানভোজনান্তে চতুর-চূড়ামণি চাণক্য নিজ-গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়াছিলেন, এমত সময়ে ছদ্মবেশধারী এক জন চর একখানি যমপট লইয়া তদীয় দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। চাণক্যের শিষ্য শারঙ্গরব তাহাকে সামান্য ভিক্ষুক বিবেচনা করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, অহে ব্রাহ্মণ, এ কাহার গৃহ। শিষ্য কহিলেন আমাদিগের উপাধ্যায় চাণক্যের। সে হাসিয়া বলিল অহে ব্রাহ্মণ, তবে তিনি আমার ধর্ম্মভ্রাতা, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। এ কথায় শিষ্য ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎসনা করিয়া কহিলেন, অরে মূর্খ, তুই আমাদিগের আচার্য্য হইতেও কি ধর্ম্মজ্ঞ! সে কহিল, অহে ব্রাহ্মণ, তুমি রাগ করিও না, সকলে সকল বিষয় জানিতে পারে না, কোন বিষয় তোমার আচার্য্য ভাল জানেন, কোন বিষয় বা মাদৃশ লোকে ভাল জানে। শিষ্য কহিলেন, অরে মূর্খ; তুই আমাদিগের আচার্য্যের সর্ব্বজ্ঞতা বিলোপ করিতেছিস্। সে কহিল অহে, যদি তোমাদিগের আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞই হন, ভালই; কিন্তু চন্দ্র কোন্ ব্যক্তির অনভিমত তাঁহার ইহাও জানা আবশ্যক। শিষ্য

কহিলেন অরে মূর্খ, ইহা জানিয়া আমাদিগের উপাধ্যায়ের কি উপকার হইবে। সে কহিল তোমার উপাধ্যায়ই তাহা বুঝিবেন, তুমি অতি সরলবুদ্ধি, কেবল এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পার যে চন্দ্র কমলের নিতান্ত অনভিমত, কিন্তু কমল স্বয়ং মনোহর হইয়াও পরমমনোহর পূর্ণচন্দ্রের প্রতি কি নিমিত্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করে তাহা কিছুই বুঝিতে পার না। চাণক্য অভ্যন্তর হইতে এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন এ ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে সন্দেহ নাই।

শিষ্য কহিলেন অরে তুইত অসম্বদ্ধ কথা কহিতেছিস্। সে কহিল, যদি উপযুক্ত শ্রোতা পাই তাহা হইলে সকলই সুসম্বদ্ধ হইবে। এ কথায় চাণক্য স্বয়ং বাহিরে আসিয়া কহিলেন, অহে তুমি মনোমত শ্রোতা পাইবে অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। অনন্তর সে প্রবেশপূর্ব্বক চাণক্যচরণে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল। এই ব্যক্তিকে চাণক্য প্রকৃতিচিত্ত পরিজ্ঞানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহার নাম নিপুণক।

চাণক্য নিপুণককে আত্মনিয়োগ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে কহিলে, সে বলিল মহাশয়, আপনকার সুনীতিপ্রভাবে অপরাগের কারণ অপনীত হইয়াছে, প্রজামধ্যে কেহই রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিরক্ত নহে। কেবল তিন জন, রাজবিদ্বেষী হইয়াও অদ্যাপি নগরমধ্যে বাস করিতেছে। অনন্তর চাণক্য তাহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, মহাশয়, ক্ষপণক জীবসিদ্ধি এক জন বিপক্ষ, রাক্ষস বিষকন্যাদ্বারা যে পর্ব্বতকেশ্বরের প্রাণবধ করেন জীবসিদ্ধিই তাহার প্রধান প্রবর্ত্তক ছিল।

চাণক্যের ইহাও সামান্য বুদ্ধিকৌশল নহে, যে তাঁহার এক জন চর অপর চরকে আত্মপক্ষীয় বলিয়া জানিতে পারিত না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্ষপণক চাণক্যের নিয়োজিত তদীয় পরমবন্ধু। সুতরাং তিনি নিপুণকের এই বাক্য শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

নিপুণক পুনর্ব্বার কহিল মহাশয়, রাক্ষসের পরম মিত্র শকটদাস আমাদিগের এক জন বিপক্ষ। এ কথায় চাণক্য মনে করিলেন এ ব্যক্তি কায়স্থ অতিসামান্য লোক, যাহাহউক ক্ষুদ্র শত্রুকেও উপেক্ষা করা বিধেয় নহে, আমি সেই প্রযুক্তই তাহার নিকট সিদ্ধার্থককে ছদ্মবেশে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছি। চাণক্য এইরূপ চিন্তা করিয়া অপর ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, মহাশয়, পুষ্পপুরনিবাসী চন্দনদাস নামক মণিকারশ্রেষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। সে রাক্ষসের সাতিশয় বিশ্বস্ত পাত্র, অমাত্যের পুত্র কলত্রাদি সমস্ত পরিবার এই শ্রেষ্ঠীর ভবনেই অবস্থান করিতেছে, আমি তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়মুদ্রাটী আনিয়াছি। এই বলিয়া নিপুণক চাণক্যহস্তে মুদ্রা প্রদান করিল। চাণক্য অঙ্গুরীয়কে রাক্ষসের নামাঙ্ক দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। এবং মনে করিলেন আর আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার অধিক বিলম্ব নাই, রাক্ষসকে অচিরাৎ হস্তগত হইতে হইবে।

পরে চাণক্য নিপুণককে মুদ্রাধিকারের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, মহাশয়, আপনি আমাকে প্রকৃতি-চিত্ত-পরীক্ষণে নিয়োজিত করিলে, আমি বেশপরিবর্ত্তন

পূর্ব্বক এই যমপটখানি হস্তে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়া-ইতে লাগিলাম। এইরূপে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়া-ইতে এক দিন উক্ত মণিকারের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া যমপট দেখাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিলাম। গীত শ্রবণে একটী সুকুমার বালক নারীপুরহইতে বহির্গত হইলে, বালক বাহির হইল বালক বাহির হইল বলিয়া, যবনিকার অভ্যন্তরে স্ত্রীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ একটী পরমসুন্দরী নারী ব্যস্তসমস্ত হইয়া হস্তমাত্র বাহির করিয়া বালকটীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইল। ঐ সময় তদীয় হস্তস্থিত এই অঙ্গুরীয়কটী স্খলিত হইয়া আমার পাদমূলে আসিয়া পড়িল। আমি মনে করিলাম ইহা অবশ্যই পুরুষ-পরিধেয় হইবে, নচেৎ এরূপ সহসা স্খলিত হওয়া কখনই সম্ভবিতে পারে না। তৎপরে উত্তোলিত করিয়া দেখিলাম, ইহাতে রাক্ষসের নামাঙ্ক রহিয়াছে। আমি অমনি অতি সাবধানে লুক্কা-য়িত করিয়া লইয়া এই আপনকার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি।

চাণক্য অননুভূতপূর্ব্ব এই আশ্চর্য্য ঘটনায় বিবেচনা করিলেন, দৈব চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল হইয়া-ছেন। পরে নিপুণক বিদায় হইয়া গেলে, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাগ্যক্রমে রাক্ষসের অঙ্গু-রীয়ক মুদ্রা হস্তগত হইল, এক্ষণে একখানি পত্র লিখিয়া ইহাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করিলে পত্র রাক্ষসের প্রয়োজিত বলিয়া অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু পত্রখানি এমত বিবেচনাপূর্ব্বক লিখিতে হইবে যাহাতে উহাদ্বারা রাক্ষস একবারে হীনবল হইয়া আমাদিগের আয়ত্ত হয়।

অনন্তর চাণক্য কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লিখিতব্য বিষয় একপ্রকার অবধারিত করিলেন। এই সময়ে এক জন প্রণিধি আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মহাশয়, রাজা চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতকেশ্বরের স্বর্গার্থ তদীয় পরিধৃত আভরণত্রয় ব্রাহ্মণসাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে আপনকার কি অনুমতি হয়। চাণক্য কহিলেন আমি রাজার এবম্বিধ সদভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট হইলাম, পর্ব্বতকরাজের ভূষণ অতি উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট পাত্রে দান করাই বিধেয়। অতএব আমি মনোনীত করিয়া যে তিন জন ব্রাহ্মণ পাঠাইতেছি তিনি যেন তাঁহাদিগকেই দেন। এই কথা বলিয়া চাণক্য দূতকে বিদায় করিয়া শিষ্য শার্ঙ্গরবকে কহিলেন তুমি বিশ্বাবসু প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়কে গিয়া বল, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের নিকট হইতে দানপরিগ্রহ করিয়া যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শার্ঙ্গরবও চাণক্যের আজ্ঞানুসারে তাহাই করিল।

চাণক্য লিখিতব্য-বিষয় পূর্ব্বে স্থির করিলেও, কোন অংশে কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন ছিল, এক্ষণে সময়োপযোগী এই আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে পত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন স্বহস্তে পত্রলিখন উপযুক্ত হয়না, রাক্ষসের কোন আত্মীয়দ্বারা লিখানই কর্ত্তব্য। চাণক্য এইরূপ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে আহ্বান পূর্ব্বক লেখনীয় বিষয় অবগত করিয়া সিদ্ধার্থক-সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, সিদ্ধার্থক স্বকীয় মিত্র শকটদাসের নিকট আমার নামোল্লেখ না করিয়া,

তদ্দ্বারা পত্রখানি লিখাইয়া লইয়া যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়।

সিদ্ধার্থক চাণক্যের আজ্ঞানুসারে শকটদাসদ্বারা পত্র-খানি লিখাইয়া ক্ষণবিলম্বে স্বয়ং আচার্য্য-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, মহাশয়, শকটদাস আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন বলিয়া পত্রার্থ বিচার না করিয়াই লিখিয়া দিয়াছেন। চাণক্য সিদ্ধার্থকের হস্তহইতে পত্রগ্রহণ-পূর্ব্বক রাক্ষসের অঙ্গুরীয়-মুদ্রাদ্বারা অঙ্কিত করিলেন।

অনন্তর চাণক্য সিদ্ধার্থককে কহিলেন, ভদ্র! আমি তোমাকে আত্মীয়-জনোচিত কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। সিদ্ধার্থক বলিলেন, মহাশয়, আমি এবম্বিধ কোন বিষয়ে নিযুক্ত হইতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ ও অনুগৃহীত জ্ঞান করিব। চাণক্য কহিলেন, ভদ্র! শকটদাস ক্ষণবিলম্বেই বধ্যভূমিতে নীত হইবে; তুমি তথায় গিয়া সমুচিত বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক ঘাতক-দিগের হস্ত হইতে তাহাকে ছিনিয়া লইয়া পলায়নপূর্ব্বক একবারে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইবে। বন্ধুর প্রাণ-রক্ষা হেতু রাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই কিছু পারিতো-ষিক দিবেন, তুমি তাহা গ্রহণ করিবে, এবং কিয়ৎকাল তাঁহার সেবাও করিবে। পরিশেষে যখন শত্রুগণ আ-সিয়া কুসুমপুরের প্রত্যাসন্ন হইবে, তখন তোমাকে এই রূপ করিতে হইবে। এই বলিয়া চাণক্য তৎকালকর্ত্তব্য বিষয় কাণে কাণে বলিয়া দিলেন।

অনন্তর চাণক্য শার্ঙ্গরবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "বৎস, তুমি কালপাশিক ও দণ্ডপাশিককে বল, জীব-

সিদ্ধি রাক্ষসের প্রযোজিত হইয়া বিষকন্যাদ্বারা পর্ব্বতকেশ্বরের প্রাণবিনাশ করিয়াছে, অতএব তাহারা রাজা চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞানুসারে তদীয় দোষোদ্‌ঘোষণ পূর্ব্বক তাহাকে নগরহইতে নির্ব্বাসিত করুক। আর কায়স্থ শকটদাস রাক্ষসের পরমমিত্র, সে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-মধ্যে থাকিয়া তাঁহারই অনিষ্ট-চেষ্টা করিতেছে, অতএব তাহাকে রাজাজ্ঞাক্রমে শূলে চড়াইয়া মারিয়া ফেলুক।” শার্ঙ্গরব আজ্ঞা-পরিপালনার্থ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। তখন চাণক্য সিদ্ধার্থকের হস্তে অঙ্গুরীয়-মুদ্রাসহ পত্রখানি প্রদান করিয়া, তোমার কার্য্যে যেন সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয় বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সিদ্ধার্থকও তদীয় চরণ-রেণু মস্তকে লইয়া বিদায় হইলেন।

অনন্তর শার্ঙ্গরব প্রত্যাগত হইলে, চাণক্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে আহ্বান করিতে পাঠাইলেন। মণি-কার চাণক্যের স্বভাব ভাল জানিতেন, পাছে তিনি তদীয় ভবন অন্বেষণপূর্ব্বক অমাত্যের পরিজন হস্তগত করেন এই আশঙ্কায়, ইতিপূর্ব্বেই তাহাদিগকে স্থানান্তর করিয়াছিলেন। এক্ষণে শার্ঙ্গরবের সহিত অতি সভয়া-ন্তঃকরণে চাণক্যের নিকট উপনীত হইয়া প্রণাম করিয়া, তদীয় আসনের কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। চাণক্য সাদরসম্ভাষণে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া ক্ষণকাল মিষ্টালাপ করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে শ্রেষ্ঠী, তোমাদিগের নবীন ভূপতি চন্দ্রগুপ্ত অদ্যাপি কি প্রজাগণের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন নাই, অদ্যাপি কি নন্দবংশবিয়োগদুঃখ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জাগ-রূক আছে। এই কথায় চন্দনদাস সাতিশয় বিস্ময়

প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়, শারদীয় পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শনে কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় না হয়। চাণক্য বলিলেন, অহে শ্রেষ্ঠী, যদি রাজা চন্দ্রগুপ্ত প্রজাদিগের যথার্থই প্রিয়সাধন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মণিকার কহিলেন, মহাশয়, তাহার সন্দেহ কি, আপনি রাজার সন্তোষার্থ এ অধীনকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। চাণক্য বলিলেন, রাজা চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় রাজাদিগের ন্যায় নিতান্ত অর্থলোভী ও প্রজাপীড়ক নহেন, ইনি প্রজাপুঞ্জের সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি হইলেই আপনাকে পরমসুখী বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহার যাবতীয় রাজনীতিই এতদভিপ্রায়মূলক, অতএব রাজ্যমধ্যে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে আরব্ধ হইলে, রাজা ও প্রজা উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। চন্দনদাস কহিলেন, মহাশয়, কোন্ অধন্য ব্যক্তি ঈদৃশ প্রজাহিতৈষী রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। চাণক্য কহিলেন, তুমি আপনিই রাজার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ। চন্দনদাস সচকিত হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য, অগ্নির সহিত তৃণের কি কখন বিরোধ সম্ভবিতে পারে। চাণক্য বলিলেন, অহে মণিকার, তুমি রাজার অপথ্যকারী রাক্ষসের পরিজন নিজ-ভবনে রাখিয়াছ; তাদৃশ বিপত্তি-সময়ে তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া যে গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে তাহা বলিতেছি না। পুরাতন রাজপুরুষেরা কোন প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে, পৌরজন-ভবনে পরিজনাদি ন্যস্ত করিয়া গিয়া থাকেন, অতএব তজ্জন্য তোমার কোন অপরাধ নাই, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে

গোপন করিয়া রাখা অবশ্যই দূষণীয় বলিতে হইবে।

চন্দনদাস প্রথমতঃ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া, পশ্চাৎ চাণক্যের উত্তেজনায় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, মহাশয়, অমাত্য রাক্ষস প্রস্থান সময়ে পরিজন মদীয় ভবনে রাখিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা কোথায় আছেন বলিতে পারি না। চাণক্য হাসিয়া কহিলেন, অহে মণিকার, তোমার মস্তকোপরি ফণী, দূরে তৎপ্রতীকার, রাজা চন্দ্রগুপ্ত দণ্ডবিধান করিলে রাক্ষস কোন মতেই তোমায় রক্ষা করিতে পারেন না। আর তুমি ইহা মনে ভাবিও না, চাণক্য যদ্রূপ নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া দুর্ব্বহ প্রতিজ্ঞাভার হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের নিধন করিয়া কখনই তদ্রূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

আরও দেখ, রাজনীতি-বিশারদ বক্রনাসাদি মন্ত্রি-গণ, নন্দ জীবিত থাকিতেও যে রাজলক্ষ্মীকে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন নাই, সেই লক্ষ্মী এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তে অচলা হইয়াছেন, অতএব চন্দ্রগুপ্ত হইতে লক্ষ্মী হরণ করা, চন্দ্রহইতে তদীয় শোভাপহরণের ন্যায়, নিতান্ত অসম্ভবই জানিবে। আর করিশোণিতাক্ত করাল কেশরীর বদন হইতে তদীয় দশন উৎপাটিত করা কখনই অনায়াসসাধ্য হইতে পারে না।

যখন চাণক্য এইরূপ করিতেছিলেন, সহসা একটা কোলাহল শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। অমনি তিনি শার্ঙ্গ-রবকে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, মহাশয়, রাজার অপথ্যকারী জীবসিদ্ধি রাজাজ্ঞায় নগর

হইতে নির্ব্বাসিত হইল। চাণক্য শ্রুতমাত্র কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে কহিলেন, রাজবিরোধীর এরূপ দণ্ড হওয়া আবশ্যক হইতেছে। এই কথা বলিয়া চাণক্য পুনর্ব্বার চন্দনদাসকে কহিলেন, অহে মণিকার, দেখ, রাজা বিরোধীর প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। অতএব রাক্ষসের পরিজন সমর্পণ করিয়া রাজার অনুগৃহীত হও। চন্দনদাস পুনর্ব্বার অবিকল পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর করিলেন। ঐসময়ে আর একটা কোলাহল শব্দ হইল। চাণক্য শার্ঙ্গরবকে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন মহাশয়, ঘাতকেরা রাজবিরোধী কায়স্থ শকটদাসকে রাজাজ্ঞায় বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছে। চাণক্য কহিলেন, সকলকেই আত্মকৃত সদসৎ কর্ম্মের ফলভাগী হইতে হইবে। অহে চন্দনদাস, রাজা বিরোধীর প্রতি ভীষণ দণ্ডবিধান করিতেছেন, তোমার এ অপরাধ কখনই ক্ষমা করিবেন না, অতএব রাক্ষসের পরিজন সমর্পণ করিয়া আপনার পরিজন ও জীবন রক্ষা কর।

চন্দনদাস চাণক্যের আর বাক্যতাড়না সহিতে না পারিয়া সক্রোধবচনে কহিলেন, মহাশয়, আমি কি এতই স্বার্থপর ও বিবেকশূন্য যে আত্মপরিজন রক্ষার্থ রাক্ষসের পরিজন বিসর্জ্জন করিব। রাক্ষসের পরিবার আমার গৃহে থাকিলেও আমি কাপুরুষের ন্যায় তাহা-দিগকে কখনই শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতাম না। এ কথায় চাণক্য মনে মনে তদীয় পরোপকারিতা ও প্রকৃত বন্ধুতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অহে মণিকার, এইটীই কি তুমি স্থির নিশ্চয় করিয়াছ,

কোন ক্রমেই ইহার অন্যথা করিবে না। চন্দন দাস কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। চাণক্য তাঁহার তথাবিধ উদ্ধতপ্রকৃতি সন্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে দুষ্ট বণিক্, তোকে ঈদৃশ রাজবিরোধিতার সমুচিত দণ্ড পাইতে হইবে। চন্দনদাস কহিলেন, মহাশয় এরূপ রাজদণ্ড পুরুষের পক্ষে যথার্থই শ্লাঘনীয়, সুতরাং নিতান্ত প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই; এই কথা বলিয়া তিনি আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডাজ্ঞা-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চাণক্য সক্রোধ কঠোরস্বরে শার্ঙ্গরবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অহে তুমি কালপাশিক ও দণ্ডপাশিককে বল, তাহারা সত্বর এই দুষ্ট বণিকের নিগ্রহ করুক্। অথবা দুর্গপাল ও বিজয়পালকে বল তাহারা এই দুরাত্মার সমুদায় সম্পত্তি রাজার কোষসাৎ করিয়া সপরিবার ইহাকে কারারুদ্ধ করুক, পশ্চাৎ রাজা স্বয়ং ইহার দণ্ডবিধান করিবেন। শার্ঙ্গরব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু চন্দনদাস ইহাতেও কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হইলেন না, বরং বন্ধুর হিতার্থে প্রাণদান পৌরুষকার্য্য বিবেচনা করিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কারাগারে নীত হইলে কারাধ্যক্ষ তদীয় সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত পরিবার সহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল।

চাণক্য এইরূপে চন্দনদাসকে কারানিবদ্ধ করিয়া মনে করিলেন, এবার রাক্ষসকে অবশ্যই মদীয় হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাঁহার উপকারার্থ

আপনার জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছে, তথাবিধ পরমাত্মীয়ের বিপদ তিনি কখনই উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন না। চাণক্য যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন ঐ সময় আর একটা মহা কোলাহল শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। শার্ঙ্গরব দ্রুতবেগে আসিয়া কহিলেন, মহাশয়, সিদ্ধার্থক রাজবিরোধী শকটদাসকে মধ্যভূমি হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান করিল।

চাণক্য মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, শার্ঙ্গ-রব, তুমি শীঘ্র ভাগুরায়ণকে বল সে ত্বরায় সিদ্ধার্থককে আক্রমণ করুক। শিষ্য তৎক্ষণাৎ বহির্গত ও প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া হতাশতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মহা-শয়, ভাগুরায়ণও পলায়ন করিয়াছে। চাণক্য আগ্র-হাতিশয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, বৎস, তুমি ভদ্রভট, পুরুদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ, ও বিজয়বর্ম্মাকে বল তাহারা শীঘ্র সিদ্ধার্থকের অনুধা-বন করুক। শিষ্য পূর্ব্ববৎ আসিয়া কহিলেন, মহাশয়, আমাদিগের রাজ্যতন্ত্র বিশৃঙ্খল ও বিপন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। সেই ভদ্রভটাদিও প্রত্যূষে পলায়ন করি-য়াছে। চাণক্য মনে মনে তাহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস, তোমার দুঃখ করি-বার কোন আবশ্যক নাই, যাহারা অদ্য গমন করিল তাহারা ত পূর্ব্বেই গিয়াছে জানিবে; আর যাহারা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহারা যাইতে ইচ্ছা করে যাউক; অসঙ্খ্য-সেনানী-সদৃশ-ক্ষমতা-শালিনী সর্ব্বকার্য্য সাধনী মদীয় বুদ্ধিই একাকিনী সমস্ত সম্পাদিত করিবে। চাণক্য

এই কথা বলিয়া শিষ্যকে বুঝাইলেন। পরে মনে মনে রাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহে রাক্ষস, এখন তুমি আর কোথায় যাইবে, আমি বল-দর্পিত মদোন্মত্ত একচারী বন্যহস্তীকে কেবল বৃষলের নিমিত্ত বুদ্ধিগুণে আবদ্ধ করিলাম। এইরূপে চাণক্য হস্তার্জ্জিত বৃক্ষের ন্যায় চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিয়া বুদ্ধি-জল সেচনে পরিবর্দ্ধিত ও উপায়-বেষ্টনদ্বারা রক্ষিত করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন রাক্ষস একাকী সভাগৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে চিন্তা করিতেছিলেন। "আঃ, অকরুণ বিধাতা যদুবংশের ন্যায় এই প্রকাণ্ড নন্দবংশ একবারে উচ্ছিন্ন করিলেন। আমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া যে সমস্ত উপায়জাল বিস্তার করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহার প্রায় সমুদায়গুলিই বিফলিত হইয়াছে।" অনন্তর আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া, "হা দেবি কমলালয়ে লক্ষ্মি, তুমি কি বুঝিয়া তাদৃশ আনন্দহেতু গুণালয় নন্দদেবকে পরিত্যাগ করিয়া ঘৃণিত মৌর্য্যপুত্রে আসক্ত হইলে। হা অনভি-জাতে, পৃথিবীতে কি সৎকুলোৎপন্ন একজনও নরপাল নাই যে, তুমি অকুলীন মৌর্য্যপুত্রে প্রণয়িনী হইলে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভবাদৃশী চপলা রমণী কখনই পুরুষের যথার্থ গুণপক্ষপাতিনী হইতে পারে না। যাহা-

হউক এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি ত্বরায় ত্বদীয় প্রণয়পাত্রকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে নিরাশ্রয় করিব।

"আমি সুহৃত্তম চন্দনদাসের ভবনে পরিজন রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সকলেই বুঝিয়াছে কুসুমপুরের অভিযোগ আমার একান্ত অভিপ্রেত, সুতরাং মলয়কেতু-পক্ষীয় কর্ম্মচারিগণ কখনই হতাশ হইবে না, তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে সকলেই সাধ্যানুরূপ যত্ন করিবে।

আমি চন্দ্রগুপ্তের বিনাশ নিমিত্ত গুপ্তপ্রণিধি-সকল নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থ ও বিপক্ষ পক্ষের ভেদসাধনার্থ দ্রবিণপূর্ণ কোষসঞ্চয়দ্বারা শকট-দাসকে নগরমধ্যেই রাখিয়া আসিয়াছি। এবং শত্রু-পক্ষের আন্তরিক বৃত্তান্ত পরিগ্রহের নিমিত্ত জীবসিদ্ধি প্রভৃতি প্রধান সুহৃদ্গণকে নিয়োজিত করিয়াছি। এক্ষণে দৈব যদি চন্দ্রগুপ্তের বর্ম্মরূপী না হয়েন, তাহা হইলে মদীয় বুদ্ধিরূপ সুতীক্ষ্ণ বাণ অবশ্যই তাহার মর্ম্মভেদ করিবে।"

রাক্ষস যখন একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মলয়কেতু-প্রেরিত এক জন দূত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, অমাত্য, কুমার মলয়কেতু আত্মপরিধৃত এই কএকখানি আভরণ আপনকার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, "অমাত্য প্রভুবিয়োগ-কালাবধি শরীরোচিত সংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামিগুণ সহসা বিস্মৃত হইতে পারা যায় না বটে; কিন্তু আমার অনুরোধ রক্ষা করাও অমাত্যের কর্ত্তব্য।" অতএব আপনি এই আভরণ পরিধান করিয়া কুমারের প্রীতিবর্দ্ধন করুন, পরিত্যাগ

করিলে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইবেন, এই কথা বলিয়া জাজলি মলয়কেতুদত্ত আভরণ সমর্পণ করিলেন। রাক্ষস কহিলেন, জাজলি, তুমি কুমারকে জানাইবে, আমি তাঁহার গুণপক্ষপাতী হইয়া স্বামিগুণ বিস্মৃত হইয়াছি; কিন্তু আমি যাবৎকাল তাঁহার হেমাঙ্গ সিংহাসন সুগাঙ্গ-প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাবৎ পরপরিভূত এই নির্ব্বীর্য্য শরীরে কিছুমাত্র সংস্কার বিধান করিব না।

জাজলি কহিলেন মহাশয়, যে স্থলে আপনি মন্ত্রী আছেন, সেখানে কিছুই দুঃসাধ্য নহে। অতএব কুমা-রের এই প্রথম প্রণয়, আপনাকে প্রতিমানিত করিতে হইবে। রাক্ষস কহিলেন, জাজলি, কুমারের ন্যায় তোমারও বাক্য অনতিক্রমণীয়, এই বলিয়া তিনি আভ-রণ গ্রহণপূর্ব্বক পরিধান করিলেন। জাজলিও সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন।

ঐ সময় এক জন আহিতুণ্ডিক-বেশে অমাত্যের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে কহিল, অহে, আমি অমাত্য রাক্ষস-সন্নিধানে অহিখেলা করিতে আসিয়াছি; অতএব তুমি তাঁহাকে শীঘ্র সংবাদ প্রদান কর। দ্বার-পাল সর্পোপজীবীকে বসিতে বলিয়া অমাত্যের নিকটে গিয়া তদীয় প্রার্থনা জানাইল। রাক্ষস সর্পদর্শন অশুভ-সূচক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, অহে আমার সর্পদর্শনে কৌতূহল নাই, অতএব তুমি তাহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় কর।

এতক্ষণ আহিতুণ্ডিক দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া অমাত্যের বিভূতি দর্শনে মনে২ চিন্তা করিতেছিল "কি আশ্চর্য্য, আমি কুসুমপুরে উৎপন্নমতি চাণক্যের সাবধানতা, কার্য্য-

দক্ষতা, রাজনীতিপরতা ও প্রকৃতিপরিপালন-প্রণালী বিলোকনে স্থির ভাবিয়াছিলাম, যে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্ত-বিরুদ্ধে যত মন্ত্র ও যতই কৌশল করুন, চাণক্য-বুদ্ধিতে সমস্তই বিফলীকৃত হইবে। কিন্তু এক্ষণে রাক্ষসের নীতি-পরিপাটী নিরীক্ষণে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষ দর্শনে এমন জ্ঞান হইতেছে, চাণক্য ধিষণাগুণে চন্দ্রগুপ্তের রাজলক্ষ্মীকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন, অমাত্য রাক্ষসও উপায়হস্ত-দ্বারা তাঁহাকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন। যখন এই রূপে আহিতুণ্ডিক মনে মনে উভয়-পক্ষীয় মন্ত্রিমুখ্যের প্রশংসা করিতেছিল, দ্বারপাল প্রত্যাগত হইয়া কহিল, অহে, আমাদিগের অমাত্য ত্বদীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য না দেখিয়াই তোমাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতে কহিলেন। ইহা শ্রবণে আগন্তুক কহিল অহে, আমি কেবল সর্পোপজীবী নহি, কবিতাও করিতে পারি। এই কথা বলিয়া দ্বারপালের হস্তে শ্লোকরচিত একখানি পত্র প্রদান করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার রাক্ষসের নিকট যাইতে কহিল। দ্বারপাল রাক্ষসের হস্তে পত্র প্রদান করিলে, তিনি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, এই কবিতাটীমাত্র লিখিত রহিয়াছে—

মধুকরে কুসুমের মধু করে পান।
অপরে অমৃতমধু পরে করে দান॥

রাক্ষস পত্র দেখিবামাত্র স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চকিত হইয়া মনে করিলেন, এ অবশ্যই মদীয় প্রণিধি বিরাধ-গুপ্তই হইবে, শ্লোকচ্ছলে, এ কুসুমপুরের বৃত্তান্ত বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করিবে, বলিতেছে। তখন রাক্ষস প্রীতি-প্রফুল্লবদনে দ্বারপালকে কহিলেন, অহে, এ

ব্যক্তি যথার্থই সুকবি, ইহাকে অবিলম্বে প্রবেশিত কর।

অনন্তর দ্বারপাল আহিতুণ্ডিককে অমাত্যসন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিলে, তিনি তাহাকে ও তত্রস্থ অন্যান্য সকলকেই অন্তরিত করিয়া দিয়া বিরাধকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। বিরাধ প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইল। তখন রাক্ষস তাঁহার তাদৃশ হীনবেশ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হায়, প্রভুপাদোপ-জীবি পুণ্যাশয় ব্যক্তিদিগের অবশেষে কি এই হইল; ইহাদিগের প্রভুভক্তি রূপ পরমধর্ম্মের কি এই ফল হইল। রাক্ষস এইরূপ কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া হতবাক্ হইয়া রহিলেন। বিরাধগুপ্ত অমাত্যের ঈদৃশ শোকাতি-শয় সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনার পক্ষে এবংবিধ শোকার্ত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত; আপনি এরূপ হইলে মাদৃশ ব্যক্তি দিগকে একবারে ভগ্নোৎসাহ হইতে হইবে। মহাশয় নিশ্চয় জানিবেন আমরা অমা-ত্যের কৃপায় অবিলম্বেই পূর্ব্বতন অবস্থা প্রাপ্ত হইব। এ কথায় রাক্ষস শোক-সম্বরণ করিয়া কুসুমপুরের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিরাধও আনুপূর্ব্বীক সমস্ত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ। পর্ব্বতকেশ্বরের প্রাণবিয়োগ হইলে, কুমার মলয়কেতু কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রাণভয়ে সেই রাত্রিতেই কুসুমপুর হইতে পলায়ন করেন। তদীয় পিতৃব্য বৈরোধক নগরমধ্যেই রহিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজার অদ্ভুতমৃত্যু ও কুমারের অকারণ পলায়ন দেশমধ্যে প্রচারিত হইলে, চাণক্য বৈরোধককে

রাজ্যার্দ্ধভাগী করিবেন বলিয়া, আপনার নিকটেই রাখিলেন ; তিনিও ভ্রাতৃবিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইয়া রাজ্যলাভের কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুটিল চাণক্য পর্ব্বতক-প্রাণহন্ত্রী বিষকন্যা অমাত্যের নিয়োজিত বলিয়া প্রজামধ্যে প্রচারিত করিয়া দিলেন। প্রজাগণ ইহার আন্তরিক বৃত্তান্ত জানিত না, এই কার্য্য অমাত্যেরই সম্ভবিতে পারে বলিয়া, অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস হইল। অনন্তর চাণক্য ঘোষণা করিলেন, অদ্য অর্দ্ধরাত্র সময়ে শুভ লগ্নে রাজা চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবন প্রবেশ হইবে। এই ঘোষণা করিয়া নগরনিবাসী যাবতীয় শিল্পিদিগকে ডাকাইয়া রাজসদনের প্রথম দ্বার অবধি সর্ব্বত্র সংস্কার বিধানের আদেশ করিলেন। শিল্পিগণ কহিল, মহাশয়, আমাদিগের প্রধান শিল্পকর দারুবর্ম্মা রাজা চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনপ্রবেশ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া, কনকতোরণাদি রমণীয় বস্তুবিন্যাসদ্বারা প্রথম দ্বারের সবিশেষ শোভা সমাধান করিয়াছেন, এক্ষণে অবশিষ্ট অন্তঃপুর-সংস্কার আমরা দিবাবসানের পূর্ব্বেই সমাহিত করিব।

বিরাধের এই কথা শুনিয়া রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করিলেন, শিল্পকরেরা যে প্রকার প্রত্যুত্তর করিয়াছে তাহাতে সকলেরই মনে বিপদাশঙ্কা হইতে পারে, তাহাতে দুষ্টমতি চাণক্যের মনোমধ্যে যে দারুবর্ম্মার প্রতি কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই, এরূপ কখনই সম্ভবিতে পারে না। ভাল, দূতমুখে এখনই সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে। রাক্ষস এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে, দারু-

বর্ম্মার কোন বিপদ্ তো হয় নাই। বিরাধ কহিলেন, মহাশয়, ব্যস্ত হইবেন না, অতঃপর সকলই জানিতে পারিবেন। এই কথা বলিয়া বিরাধ পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যামুখ সমাগত হইলে, নাগরিক লোকসকল গৃহে গৃহে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। সুগন্ধ দ্রব্যে নগরাঙ্গন আমোদিত হইল, প্রজাগণ আনন্দরব করিতে লাগিল। রাজকীয় করি তুরগ সকল সুসজ্জিত হইয়া আরোহী বীরপুরুষদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চাণক্য, বৈরোধক ও চন্দ্রগুপ্তকে একাসনে বসাইয়া যথা-বিধি অভিষিক্ত করিলেন। পরে নিশীথ সময় উপস্থিত হইলে চন্দ্রগুপ্তের রাজভবন প্রবেশের উদ্দেশে নগর-মধ্যে একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। নির্দ্দিষ্ট লগ্নে চাণক্য প্রথমতঃ বৈরোধককে রাজহস্তীতে আরোহিত করিয়া রাজভবন প্রবেশার্থ যাত্রা করাইলেন। চন্দ্র-গুপ্তের অনুচর রাজন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিলেন। একতঃ চন্দ্রিকালোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে বৈরোধক তথাবিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের হস্তীতে আরূঢ়, ও তাঁহারই অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া গমন করাতে সকলেই, চন্দ্রগুপ্ত যাইতে-ছেন বলিয়া, নিশ্চয় বোধ করিল। অনন্তর বৈরোধক রাজসদনের প্রথম দ্বারে উপস্থিত হইলে, সূত্রধার দারু-বর্ম্মা চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রমে বৈরোধকেরই উপর কনকতোরণ নিপাতনের উদ্যোগ করিল। বর্ব্বরক নামা হস্তিপকও ঐ সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রমে তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কনকদণ্ডিকান্তর্গত অসিপুত্রিকার আকর্ষণ করিল। এই-

রূপে হস্তিপক কার্য্যান্তরে অতিনিবিষ্ট হওয়াতে হস্তীরও গত্যন্তর হইয়া পড়িল। এবং যন্ত্রতোরণ বৈরোধকের উপর নিপতিত না হইয়া বর্ব্বরকেরই প্রাণহন্তা হইল। দারুবর্ম্মা সন্ধান ব্যর্থ হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই উচ্চ স্থান হইতে লৌহকীলকদ্বারা চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রমে বৈরোধকের প্রাণ সংহার করিল। অনন্তর ঈদৃশ আকস্মিক দুর্ঘটনায় একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে দারুবর্ম্মা আর পলায়নের অবসর না পাইয়া রাজপুরুষদিগের লোষ্ট্রাঘাতে তদ্দণ্ডেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয়তঃ। বৈদ্য অভয়দত্ত মহাশয়ের উপদেশানুসারে চন্দ্রগুপ্ত-হস্তে ঔষধচ্ছলে বিষচূর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন; সুচতুর চাণক্য ঔষধ সন্দর্শনে তাহাতে কোন ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিয়া, তাহার গুণ পরীক্ষার নিমিত্ত তৎপ্রণেতা অভয়দত্তকেই ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে অবিলম্বেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ। আপনকার নিয়োজিত বীভৎসক প্রভৃতি কতিপয় গুপ্তপ্রণিধি চন্দ্রগুপ্তের শয়নাগারগত সুরঙ্গ মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল; কিন্তু চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের শয়নাগার গমনের পূর্ব্বেই তাহা স্বয়ং পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, কতগুলি পিপীলিকা একটী বিলমধ্য হইতে অন্নকণা মুখে লইয়া আসিতেছে; দেখিবামাত্র গৃহগর্ভে অবশ্যই গুপ্তচর আছে, বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহের চতুঃপার্শ্বে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তাহারা সুরঙ্গমধ্যেই ভস্মসাৎ হইয়াছে।

রাক্ষস এই সমস্ত অশুভসংবাদ শ্রবণে শোকে নিতান্ত

অধীর হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, সখে, দেখিতেছি দৈব চন্দ্রগুপ্তের একান্ত অনুকূল। দেখ আমি তাহার প্রাণবিনাশের নিমিত্ত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলাম তদ্দ্বারা তাহারই কি ইষ্টসাধন হইল। দেখ আমি তাহার নিধন করিতে যে বিষময়ী কন্যা প্রয়োজিত করিয়াছিলাম, তাহাতে তদীয় রাজ্যার্দ্ধভাগী কি পর্ব্বতকেশ্বরের প্রাণ বিনাশ হইল। দেখ, মদীয় নিয়োজিত তীক্ষ্ণরসদায়ী প্রণিধিগণ চন্দ্রগুপ্ত-বিনাশোদ্দেশে যে অমোঘ বাগুরা বিস্তার করিয়াছিল তাহা কি তাহাদিগেরই প্রাণ-বিনাশের নিদান হইয়া পড়িল। আমি বৈর-নির্যাতনের নিমিত্ত যে কৌশল ও যে উপায় অবলম্বন করি তাহাই শত্রুপক্ষের হিত নিমিত্ত হইয়া উঠে, অতএব এক্ষণে উদ্দেশ্য বিষয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিরাধ অমাত্যকে ঈদৃশ হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়, ভবাদৃশ নীতি-বিশারদ পৌরুষশালী ব্যক্তির এরূপ অধীরতা নিতান্তবিসম্বাদিনী সন্দেহ নাই। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি ব্যাঘাত-ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় তাহারা অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি বিঘ্নতাড়িত হইয়া কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হয় তাহারা মধ্যম শ্রেণীতে গণ্য। এবং যাঁহারা বারম্বার প্রতিহত হইয়াও আরব্ধ কার্য্যে ক্ষান্ত না হন তাঁহারা উত্তম শ্রেণীতে গণনীয় ও প্রধান-পুরুষ-পদবীবাচ্য হইয়া থাকেন। অতএব আরব্ধ কার্য্যে কাপুরুষের ন্যায় ক্ষমাবলম্বন করা আপনকার মাহাত্ম্যের একান্ত পরিপন্থী হইতেছে। রাক্ষস বিশ্বস্ত অনুচর-বর্গের

বিয়োগে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত ও আত্ম-বিস্মৃত-প্রায় হইয়াছিলেন, একণে বিরাধগুপ্তের সাতিশয় উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা সন্দর্শনে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, সখে, আমি যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি তাহা-হইতে সহজে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে যে সঙ্কল্পিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছি তাহা কেবল শোকপরতন্ত্রতা-প্রযুক্তই জানিবে। সে যাহা হউক, অতঃপর চাণক্য রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার কি উপায় করিতেছেন বল।

বিরাধ কহিলেন, মহাশয়, চাণক্য মন্ত্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধান হইয়া চলিতেছেন। রাজবিরোধী বলিয়া যাহার প্রতি একবার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ হইতেছে, তাহাকে একবারে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছেন। কুসুমপুরমধ্যে যত লোক নন্দবংশের আত্মীয় ছিল প্রায় সকলকেই নিরাকৃত হইতে হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া রাক্ষস অধীরপ্রায় হইয়া তাহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বিরাধ কহিলেন, মহাশয়, ক্ষপণক জীবসিদ্ধি বিষকন্যার প্রয়োক্তা বলিয়া নগর হইতে দূরীকৃত হইয়াছেন। ভবদীয় পরমমিত্র শকটদাস চন্দ্রগুপ্ত-বধোদ্দেশে গুপ্তপ্রণিধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শূলে দিবার আদেশ হইয়াছে। এই কথা শ্রবণমাত্র রাক্ষস রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হা সখে, হা শকটদাস, তুমিও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তুমি চন্দ্রগুপ্তকে বিনষ্ট করিতে গিয়া আপনারই প্রাণবিসর্জন করিলে। তোমার তাদৃশ প্রভুভক্তি ও তথাবিধ মহীয়ান গুণগ্রামের কি এই পরি-

পায় হইল। তোমার বিরহে আমরা যথার্থই হীনবল হইলাম, জীবন থাকিতে এ শোক কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। যস্তুতঃ তুমি স্বামিকার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আপনার জন্ম সার্থক করিলে; কিন্তু আমাদিগকে প্রভুকুল উচ্ছিন্ন হইতে দেখিয়াও প্রতিকার-পরাঙ্মুখ হইয়া বৃথা দেহভার বহন করিতে হইল।

বিরাধ অমাত্যকে ঈদৃশ শোকপ্রবাহে নিমগ্ন দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনকার এরূপ আত্মাবমাননা প্রকৃত ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। আপনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বামিকার্য্য সাধনে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন, অতএব আপনি লোকসমাজে কখনই নিন্দনীয় হইতে পারেন না।

অনন্তর রাক্ষস অপর বান্ধবগণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, বিরাধ কহিলেন, মহাশয়, ভবদীয় মিত্র চন্দনদাস বিপদাশঙ্কায় আপনকার পরিজন পূর্ব্বেই স্থানান্তরে অপবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর এক দিন চাণক্যবটু তাঁহাকে ডাকাইয়া ভবদীয় পরিজন সমর্পণ করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেও শ্রেষ্ঠী কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না, তাহাতে কুটিলমতি চাণক্য সাতিশয় কুপিত হইয়া, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক একবারে তাঁহাকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। রাক্ষস সাতিশয় সন্তাপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, সখে, বন্ধুবর চন্দনদাস শত্রুহস্তে আমার পরিজন সমর্পণ করিলে আমাকে এত অধিক দুঃখিত হইতে হইত না।

রাক্ষস চন্দনদাসের উদ্দেশে যখন এইরূপ দুঃখ করিতেছিলেন, দ্বারপাল নিকটে আসিয়া কহিল, মহাশয়,

শকটদাস দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। রাক্ষস চমৎকৃত হইয়া কহিলেন তুমি কি স্বচক্ষে দেখিয়া বলিতেছ, শকটদাস কি এপর্য্যন্ত জীবিত আছেন, তাঁহাকে যে কএকদিন হইল দুরাত্মা চাণক্য প্রাণবিযুক্ত করিয়াছে। দ্বারপাল কহিল, মহাশয়, আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া সংশয় দূর করুন। এই বলিয়া প্রতীহারী তথা হইতে প্রস্থান করিল। বিরাধ গুপ্ত ঈদৃশ অসম্ভূত ঘটনায় বিস্ময়-হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহাশয়, দৈব কখন্ কাহার প্রতি অনুকূল ও কাহার প্রতি প্রতিকূল হয়েন, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এই দেখুন আমরা এখনই শকটদাসের মৃত্যু স্থির নিশ্চয় করিয়া কতই বিলাপ করিতেছিলাম। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপতি কি চমৎকার অভাবনীয় রূপে আমাদিগের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন করিয়া দিলেন।

অনন্তর শকটদাস একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। রাক্ষস দর্শনমাত্র ব্যস্তসমস্ত ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রিয়বান্ধবকে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া সন্নিহিত আসনে উপবেশন করাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, মিত্র, তুমি কিরূপে দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন কর। শকটদাস স্বকীয় সহচরের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, মহাশয়, এই মহাত্মাই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, ইনি অমানুষ সাহস প্রকাশ করিয়া সহায়শূন্য সেই ভীষণ শ্মশানভূমি ও ভীষণ-বেশধারী ঘাতকদিগের করাল হস্ত হইতে আমাকে অপবাহিত করিয়া এপর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। ইহাঁর নাম সিদ্ধার্থক।

রাক্ষস সিদ্ধার্থককে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ভদ্র, তুমি আমাদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছ তাহার অনুরূপ প্রতিদান করিতে আমি নিতান্ত অসমর্থ। কিন্তু উপকারী বান্ধবের কিছুমাত্র পুরস্কার না করিলেও উপকৃত ব্যক্তির অন্তঃকরণ নিতান্তই ক্ষুব্ধ হয়। অতএব এক্ষণে এই আভরণত্রয় গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট কর। এই কথা বলিয়া রাক্ষস স্বকীয় অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সিদ্ধার্থক চাণক্যের উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়, অমাত্যকৃত পুরস্কার মাদৃশ ব্যক্তির কখনই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। কিন্তু আপাততঃ ইহা আপনকার নিকটে ন্যস্ত রাখাই বিধেয়, আমি এখানকার নিতান্ত অপরিচিত, সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না, আপনি এই অঙ্গুরীয়মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া আপনার নিকটে রাখুন, আমি প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করিব। সিদ্ধার্থক এই কথা বলিয়া চাণক্যদত্ত সেই মুদ্রাটি অমাত্যহস্তে সমর্পণ করিলেন। রাক্ষস মুদ্রা সন্দর্শনমাত্রে বিস্মিত ও চকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! মদীয় প্রণয়িনী ভর্ত্তৃবিরহদুঃখ বিনোদনের নিমিত্ত আমার হস্তহইতে যে অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে ইহার হস্তগত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনন্তর তিনি সিদ্ধার্থককে মুদ্রাধিগমের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, মহাশয়, আমি কুসুমপুরে মণিকারশ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের ভবনদ্বারের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে এই অঙ্গুরীয়মুদ্রা পতিত দেখিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আপনার

নিকটেই রাখিয়াছি। রাক্ষস ক্ষণকাল মুদ্রা নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে শকটদাসের প্রতি নেত্রপাত করিলে, তিনি সিদ্ধার্থককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মিত্র! দেখিতেছি অমাত্যনামাঙ্কিত মুদ্রা, আমাদিগের ভাগ্যবলেই তোমার হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে ইহার স্বত্বাধিকারীকে প্রদান করিয়া সমুচিত পুরস্কার গ্রহণ কর।

সিদ্ধার্থক সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়, এ অঙ্গুরীয়মুদ্রা যদি অমাত্যের প্রয়োজনসাধনী হয়, তাহাহইলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হইবে।

রাক্ষস শকটদাসের হস্তে মুদ্রা অর্পণ করিয়া কহিলেন, সখে, তুমি এই মুদ্রাদ্বারা আভরণত্রয় অঙ্কিত করিয়া মদীয় ধনাগারে রাখ; প্রার্থনানুসারে সিদ্ধার্থককে প্রদান করিবে, এবং অদ্যাবধি ইহাদ্বারাই অঙ্কিত করিয়া যাবতীয় রাজকার্য্য সম্পাদিত করিবে। আর সিদ্ধার্থক আমাদিগের পরমহিতকারী, তুমি ইহাকে সর্ব্বদা সহচর করিয়া রাখিবে। এই কথা বলিয়া রাক্ষস তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন।

শকটদাস সিদ্ধার্থক-সমভিব্যাহারে বিদায় হইয়া গেলে, রাক্ষস বিরাধগুপ্তকে কুসুমপুরের বৃত্তান্তাবশেষ বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। বিরাধ কহিলেন, মহাশয়, চন্দ্রগুপ্তসহ চাণক্যের ভেদ সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহার নিগূঢ় কারণ এই যে, চন্দ্রগুপ্ত, নিজরাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে মনে করিয়া, মন্ত্রী চাণক্যের আর পূর্ব্ববৎ সমাদর করেন না। স্বভাবতঃ উদ্ধত ও তেজস্বী চাণক্যও তৎকৃত অনাদর কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। অবিলম্বেই তাঁহাদিগের পরস্পর বিরোধ

উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। এই কথা শ্রবণে রাক্ষস আহ্লাদিত হইয়া সস্নেহবচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে বিরাধ! তুমি পুনর্ব্বার আহিতুণ্ডিকবেশে কুসুমপুরে গমন কর; তথায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্তনকলস নামক বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিবে, সে যেন চন্দ্রগুপ্তসহ চাণক্যের ভেদ-সাধনে নিয়ত যত্নবান থাকে।

রাক্ষস বিরাধগুপ্তকে বিদায় করিয়া অনন্তর-কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময়ে দ্বারবান্ পুনর্ব্বার নিকটে আসিয়া কহিল, অমাত্য, একজন বণিক তিনখানি আভরণ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে; শকটদাসের ইচ্ছা যে মহাশয় পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করেন। রাক্ষস বণিককে তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলে, দ্বারবান্ তাহাই করিল।

রাক্ষস বিবেচনা না করিয়া কুমার-দত্ত সমস্ত আভরণ সিদ্ধার্থককে পারিতোষিক প্রদান করিয়া, আপনি একপ্রকার নিরলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাজোপভোগযোগ্য আভরণ অযত্নলভ্য দেখিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আনন্দিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ সমুচিত মূল্য দিয়া ভূষণ গ্রহণ করিতে শকটদাসের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

বণিক বিদায় হইয়া গেলে অমাত্য পুনর্ব্বার গাঢ়তর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, নানাবিষয়িণী বিসম্বাদিনী ভাবনা পরম্পরা একবারে তদীয় চিত্তমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সবিশেষ মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেন না। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিপাতিত হইলে,

রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তসহ চাণক্যের প্রণয়ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; বোধ হয় দৈব এত দিনের পর আমাদিগের অনুকূল হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত এক্ষণে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন; মন্ত্রীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া তাঁহার পক্ষে আর কখনই সম্ভবিতে পারে না। চাণক্যও স্বভাবতঃ অহঙ্কৃত ও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ-প্রকৃতি; চন্দ্রগুপ্তের ভক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিলে তিনি তাহাকে নিঃসন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। কুটিলমতি চাণক্য রাজ্য হইতে একবার প্রস্থান করিলে, চন্দ্রগুপ্তকে অনায়াসে পরাভূত করিতে পারা যাইবে। কি চমৎকার, তাঁহাদিগের উভয়ের অভিপ্রেতসিদ্ধিই পরস্পরের অমঙ্গলের নিদান হইল। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনারূঢ় হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য, বোধ করিয়াছেন; এবং চাণক্যও নন্দকুল উচ্ছিন্ন ও তাহাকে রাজ্যেশ্বর করিয়া আপনাকে প্রতিজ্ঞাভারমুক্ত স্থির জানিয়াছেন। রাক্ষস এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাবিয়া অনন্তর-কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বতন সময়ে শরৎকালীন পূর্ণিমা-সমাগমে কুসুমপুরে প্রতিবৎসর কৌমুদী-মহোৎসব হইত। পুরবাসিগণ কুসুমোপচার দ্বারা নিজ নিজ ভবন সুশোভিত করিয়া সঙ্গীতাদি আমোদে যামিনী যাপন করিত। রাজাও সন্ধ্যামুখ সমাগত হইলে তৎকালোচিত বেশভূষা পরিধান

করিয়া স্বকীয় প্রিয়বয়স্য সমভিব্যাহারে সুগাঙ্গ প্রাসাদে গিয়া আনন্দোৎসব করিতেন। চাণক্য কোন গুপ্ত অভিসন্ধিপ্রযুক্ত পূর্ব্বদিবসে নগরমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দেন যে, এবৎসর কেহই কৌমুদী-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পাইবে না। পুরবাসিগণ বার্ষিক আনন্দোৎসব-ভঙ্গে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াও কেহই মন্ত্রীর আজ্ঞা-লঙ্ঘনে সাহসী হইতে পারিল না।

পরদিন রাজা চন্দ্রগুপ্ত প্রিয় সহচরকে সঙ্গে লইয়া সুগাঙ্গপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন; রাজ্যতন্ত্রে নির্ম্মল সুখ অতি দুর্লভ। রাজা নিতান্ত স্বার্থপর হইলে তাঁহাকে অচিরাৎ রাজ্যচ্যুত হইতে হয়, এবং পরার্থপর রাজাকেও একান্ত পরতন্ত্র হইয়া চলিতে হয়। সুতরাং রাজার উভয়থাই সঙ্কট; তাঁহাকে আত্মসুখে একবারে জলাঞ্জলি দিয়াই সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হয়। রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুগাঙ্গ প্রাসাদে উপনীত হইলেন, এবং ক্ষণবি-লম্বে কুট্টিমোপরি অধিরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসন্দর্শন-সুখের অনুভব করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শুভ্রবর্ণ বারিদখণ্ড সকল নীলাভ গগনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে বিকীর্ণ রহিয়াছে, বিহগগণ তমস্বিনী নিকটবর্ত্তিনী দেখিয়া চারি দিকে উড্ডীন হই-তেছে, অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত তারকাগণ ক্রমেই প্রকাশমান হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন ঈষৎ বিকসিত কুমুদ-জালে পরিশোভিত তটিনীর বালুকাপুলিনে সারসকুল জলকেলি করিতেছে।

অনন্তর রাজা সম্মুখে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, জলাশয়-সকল কলুষিত ও উদ্ধত ভাব পরিহার পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট-সীমাবলম্বন করিয়াছে। ধান্যচয় ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। স্থলজল-কমল প্রভৃতি রমণীয় কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। অপঙ্কিল পথসকল পান্থগণের পরমানন্দবর্দ্ধক হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন শরৎকাল পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সুখী করিবার নিমিত্ত স্বয়ং রমণীয় ভাব অবলম্বন করিয়াছে।

রাজা শরৎশোভা সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, পুরবাসিগণ কেহ উৎসবের কোন অনুষ্ঠান করে নাই। তিনি দৃষ্টিমাত্র বিস্মিত হইয়া সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কি নিমিত্ত নাগরিকেরা কৌমুদী মহোৎসবের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, অদ্য কি নিমিত্তই বা চিরপ্রচলিত প্রথার অন্যথা দেখিতেছি। অনন্তর পার্শ্বস্থ সহচর দ্বারবানকে আহ্বান করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, আর্য্য চাণক্য কৌমুদী-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পুরবাসিগণ এরূপ নিরানন্দ হইয়া রহিয়াছে। চাণক্য স্বতঃপ্রয়োজিত হইয়া এই চিরাদৃত নিয়ম অতিক্রম করাতে রাজা সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া চাণক্যকে আহ্বান করিতে তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করিলেন।

চাণক্য সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনান্তে নিজ কুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়া স্বকীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য ও রাক্ষসের নিষ্ফল অধ্যবসায়-বিষয়িণী চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মধ্যে মধ্যে অনভি-

পরিস্ফুট-বচনে স্বগত ভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, রে বিমূঢ় অজ্ঞানান্ধ রাক্ষস! অদ্যাপি চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যচ্যুত করিবার দুরাশা পরিত্যাগ করিলি না, অদ্যাপি কি কৌটিল্যের ঈদৃশ বুদ্ধিপ্রভাব সন্দর্শনে তোর ভ্রম দূর হইল না। এখনও মনে করিতেছিস্ তুই চাণক্যের ন্যায় শত্রুনিপাতনে কৃতকার্য্য হইয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইবি। মদীয় দুর্ভেদ্য বুদ্ধিজালে জড়িত হইয়া রাজা নন্দ সবংশে বিনাশিত হইয়াছে বলিয়া, তুইও স্বকীয় সামান্য বুদ্ধিরূপ লূতাতন্তুজালে অসামান্য পরাক্রান্ত রাজা চন্দ্রগুপ্তকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিস্। ঈদৃশ বৃথা অধ্যবসায় কখনই অভিপ্রেত-ফলোপধায়ী হইবে না, চন্দ্রগুপ্ত স্বকীয় জনকের ন্যায় কুমন্ত্রি-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন নাই, তাঁহার মন্ত্রিমাত্র সহায় থাকিলে, স্বয়ং দেবতারাও বৈরসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যাহা হউক, তথাপি আমি উপেক্ষা করিব না; ক্ষুদ্র শত্রুও কালবলে প্রবল হইয়া অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। আমি এই নিমিত্তই কুমার মলয়কেতুকে বিশ্বস্ত বন্ধুনিচয়ে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছি। ইতর-দুর্ভেদ্য তোমাদিগের অতি নিভৃত মন্ত্র সকলও আমার সুগোচর হইতেছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি চন্দ্রগুপ্তসহ মদীয় ভেদসাধন তোমাদিগের একান্ত অভিলষণীয়, কিন্তু তাহারও আর কালবিলম্ব নাই।

যখন চাণক্য এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত-প্রেরিত দূত তদীয় গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, দেখিল, দ্বারপ্রান্তে কতগুলা শুষ্কগোময়-খণ্ড ও কএকটা উপল-

খণ্ড পতিত রহিয়াছে। হোমোপযোগী কুশ ও সমিধ্-কাষ্ঠ সকল সঞ্চিত রহিয়াছে। মন্ত্রিবরের এবম্বিধ বিভূতি দর্শনে সে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তদীয় ঐশ্বর্য্যসুখ-বিরাগের সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর দূত চাণক্যের সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মহাশয়, রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে মহাশয়ের যেরূপ অনুমতি হয়। চাণক্য রাজার ঈদৃশ সহসা আহ্বানের কারণ বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে, কৌমুদী-মহোৎসব-প্রতিষেধ-বার্ত্তা কি বৃষলের কর্ণগোচর হইয়াছে? দূত কহিল, রাজা স্বয়ং সুগাঙ্গে আরোহণ করিয়া নগর উৎসবশূন্য দেখিয়া অনুসন্ধান দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়াছেন। চাণক্য রাজানুচর বিজ্ঞাপক-বর্গের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক দূতকে সমভিব্যাহারে করিয়া সুগাঙ্গ-প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং তথায় উপনীত হইয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, আহ্লাদিতচিত্তে অগ্রসর হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অমনি চন্দ্রগুপ্তও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন। চাণক্য পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, অহে বৃষল, হিমালয় ও দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী রাজন্যগণের শিরোমণি-প্রভায় ত্বদীয় চরণযুগল সর্ব্বদা সুশোভিত হউক। রাজা অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, আর্য্য, কেবল মন্ত্রিবরের প্রসাদে আমি উক্তবিধ আধিপত্যসুখ প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি। চাণক্য আনন্দিতান্তঃকরণে চন্দ্রগুপ্তের হস্ত-ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং অনতিদূরে উপ-

বেশন করিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল মিষ্টালাপের পর চাণক্য স্বকীয় আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা প্রকৃত উত্তর দানে ভীত হইয়া কহিলেন, মহাশয়, আমি আর্য্যসন্দর্শন দ্বারা আত্মাকে অনুগৃহীত করিতে আপনকার শুভাগমন প্রার্থনা করিয়াছিলাম। মন্ত্রিবর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, প্রভুরা কখনই অধিকারস্থ পুরুষকে নিষ্প্রয়োজন আহ্বান করেন না। রাজা কহিলেন সত্য, আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন, আমি কৌমুদী মহোৎসব-প্রতিষেধের প্রয়োজন জিজ্ঞাসু হইয়া আপনকার নিকট দূত-প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলে, আত্মাকে একান্ত অনুগৃহীত বোধ করি। চাণক্য কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে আমাকে তিরস্কার করাই তোমার উদ্দেশ্য। রাজা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন, মহাশয়, আপনকার স্বপ্নাবস্থাতেও নিষ্প্রয়োজন প্রবৃত্তি হয় না, অতএব প্রয়োজন-শুশ্রূষা আমাকে মুখরিত করিতেছে। এবং গুরুসন্নিধানে অভিজ্ঞতা লাভ করাও আমার জিজ্ঞাসার অন্যতর কারণ।

চাণক্য কহিলেন, বৃষল, অর্থশাস্ত্রবেত্তারা রাজ্যতন্ত্র ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণনা করেন। স্ব-পরতন্ত্র, সচিব-পরতন্ত্র ও উভয়-পরতন্ত্র। তোমার রাজ্য মন্ত্রি-পরতন্ত্র, ইহার যাবতীয় কার্য্যের ভার আমার প্রতিই অর্পিত রহিয়াছে; অতএব এ বিষয়ে তোমার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি? এ কথায় চন্দ্রগুপ্ত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক মুখ পরিবৃত্ত করিলেন। দুই জন বন্দী অনতিদূরে দণ্ডায়মান ছিল, তন্মধ্যে এক জন রাজার আশীর্ব্বচনগর্ভ স্তুতি-

বাদ করিল; অপর ব্যক্তি তৎপ্রসঙ্গে চাণক্যের প্রতি রাজার বিরক্তিভাব উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম ব্যক্তি কহিল, মহারাজ, বিকসিত কুসুম-স্তবকে চতুর্দ্দিক শুক্লীকৃত হইয়াছে; সম্পূর্ণ শশধর কিরণজালে নীলবর্ণ গগণমণ্ডলের মলিনিমা বিদূরিত হইয়াছে। রাজহংসাবলী দলে দলে কেলিকুতূহলে ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন ধবল-বিভূতি-পুঞ্জে অঙ্গ-শোভা দ্বিগুণ বিশদীকৃত হইয়াছে; শেখর-শশিকলাকিরণে উত্তরীয় করিচর্ম্ম-কালিমা শবলীকৃত হইয়াছে; হাস্যবিকসিত দশনশোভা মুহুর্ম্মুহুঃ প্রসারিত হইতেছে। মহারাজ, এতাদৃশী শিবশরীর-সদৃশী শরৎ-সময়-শোভা আপনকার অশিবনাশিনী হউক।

দ্বিতীয় বন্দী কহিল, মহারাজ, বিধাতা আপনাকে অনির্ব্বচনীয় কার্য্যসাধনের নিমিত্ত নিখিল-গুণগ্রামের একমাত্র নিধানস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন; ভারতবর্ষীয় যাবতীয় রাজন্যগণ আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী; ভবাদৃশ পুরুষার্থশালী বিজয়ী সার্ব্বভৌমের আজ্ঞাভঙ্গ, করি-কুম্ভ-বিদারণকারী কেশরীর দংষ্ট্রাভঙ্গের ন্যায়, কখনই সম্ভবনীয় হইতে পারে না। মহারাজ, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া অনেকেই প্রভুনাম কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ যাঁহাদিগের আজ্ঞা ধরণীতলে কোথায়ও প্রতিহত ও পরিভূত না হয়, তাঁহারাই যথার্থ-নামা প্রভু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারাই ধন্য।

চাণক্য বৈতালিকদিগের বচন-চাতুরী শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হাঁ, প্রথম

স্তুতিবাদক শরদ্গুণ বর্ণনা করিয়া যথার্থই আশীর্বাদ করিয়াছে। কিন্তু অপর এ কে? এ অবশ্যই রাক্ষসের প্রয়োজিত হইবে, ইহা স্থির বুঝিতে পারিয়া মনে মনে রাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অহে রাক্ষস! তুমি কি জাননা কৌটিল্য জাগরিত রহিয়াছে।

অনন্তর রাজা বৈতালিকদিগের স্তুতিগীতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদানের নিমিত্ত দ্বারবানের প্রতি আদেশ করিলেন। অমনি চাণক্য সক্রোধবচনে দ্বারপালকে নিবৃত্ত করিয়া রাজাকে কহিলেন, অহে বৃষল, কেন অপাত্রে অনর্থ এত অর্থ বিসর্জ্জন করিতেছ। রাজা বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়, আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছানিরোধ করিতেছেন; আপনি মন্ত্রী হওয়াতে আমার রাজ্যপদ বন্ধনাগার প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। চাণক্য কহিলেন, অপরিণামদর্শী রাজাদিগকে অবশ্যই সচিবপরতন্ত্রতা-নিবন্ধন কষ্ট স্বীকার করিতে হইযা থাকে। চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রিবরের ঈদৃশ স্পর্দ্ধাগর্ভ বাক্যে নিতান্ত সন্তাড়িত হইয়া সক্রোধবচনে কহিলেন, সে যাহা হউক, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি যাবতীয় রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিব, সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমানের আর কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখিব না। চাণক্য কহিলেন, অদ্যাবধি আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া নিরুদ্বেগে ইষ্টচিন্তা করিব। রাজা কহিলেন, যাহা হউক, আপনাকে কৌমুদী-মহোৎসবের প্রতিষেধের কারণ বলিতে হইবে। অমনি চাণক্যও বলিলেন অগ্রে তুমি মহোৎসবের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন প্রদর্শন কর, পশ্চাৎ আমিও

তৎপ্রতিষেধের কারণ অবগত করিব। রাজা কহিলেন, রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করাই তদনুষ্ঠানের এক প্রধান কারণ। চাণক্যও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া কহিলেন, রাজাজ্ঞা ভঙ্গ করাই আমারও প্রধান উদ্দেশ্য। দেখ, সসাগর-ধরণীতলস্থ প্রবলমহীপালমাত্রেই যে মগধেশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন; কেবল মন্ত্রী চাণক্যই সেই দুরতিক্রমণীয় আজ্ঞা লঙ্ঘনে সাহসী হইয়াছে, ইহাতে তবদীয় প্রভুত্ব হীনপ্রভ না হইয়া, বরং বিনয়াভরণে ভূষিত ও সমধিক সমুজ্জ্বলই হইতেছে। রাজা কহিলেন, মহাশয়, এক্ষণে উহার প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুগৃহীত করুন। চাণক্য আর কিছু না বলিয়া একখানি পত্রিকা আনাইয়া রাজসমক্ষে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পত্রে ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা, এই সকল চন্দ্রগুপ্ত-সহোত্থায়ী পলায়িত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিত ছিল। চাণক্য ইহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া কহিলেন, বৃষল, এই সকল ব্যক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এবং ইহারাই তোমার রাজ্যে বিশিষ্ট অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আমি কি দোষে তাদৃশ প্রভুপরায়ণ পুরাতন ভৃত্যবর্গের অপরাগ-ভাজন হইয়াছি। আপনি এরূপ কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা চিরানুরক্ত ভৃত্যেরা তাহাদিগের আত্মকৃত রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া হতাশ পুরুষের বিষপানের ন্যায় একবারে শত্রুপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চাণক্য কহি-

লেন, বৃষল, তাহাদিগের পলায়নের বিশেষ কারণ আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ভদ্রভট ও পুরুষদত্ত হস্তী ও অশ্বপালের অধ্যক্ষ, উভয়েই মদ্যপায়ী, লম্পট ও অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত; তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে সর্ব্বদাই ঔদাস্য করিত; আমি এই নিমিত্তেই তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছি। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত উভয়েই সাতিশয় লুব্ধপ্রকৃতি, নির্দ্দিষ্ট বেতনে অসন্তুষ্ট হইয়া সমধিক ধনলাভের প্রত্যাশায় মলয়কেতুকে আশ্রয় করিয়াছে। কুমার-সেবক রাজসেন ভবদীয় প্রসাদলব্ধ অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া পুনর্ব্বার নৃপতির কোষসাৎ হইবার আশঙ্কায় পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে। সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ পর্ব্বতকেশ্বরের অতিমাত্র প্রিয়পাত্র ছিল। বিষকন্যাদ্বারা পর্ব্বতকের প্রাণবিনাশ হইলে সে আমাকেই তাহার প্রয়োক্তা বলিয়া মলয়কেতুর নিকট পরিচয় দেয়; তাহাতে কুমার নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে কুসুমপুর হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ভাগুরায়ণও তদবধি প্রকৃত অমাত্যবৎ তৎসন্নিধানেই অবস্থান করিতেছে। এবং রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মাও স্বভাবতঃ অত্যন্ত অসূয়াপরবশ, জ্ঞাতিবর্গের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইয়া মলয়কেতুকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিয়া রাখা কোন মতেই সম্ভবিতে পারে না। অতএব আমার প্রতি বৃথা দোষারোপ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত।

রাজা কহিলেন সে যাহাহউক, আমার নিশ্চয় বোধ

হইতেছে, কুমার মলয়কেতু ও রাক্ষস কেবল আপনকার উপেক্ষা-দোষেই আমাদিগের হস্ত অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আপনি সমুচিত যত্নপর হইলে তাহারা কখনই এস্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিত না। তৎকালে মহাশয়ের সেই ঔদাস্যই সকল অমঙ্গলের নিদান হইয়াছে। চাণক্য বলিলেন, সত্য, তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ, আমার ঔদাস্য বশতই তাহারা প্রস্থান করিয়া এক্ষণে ঘোরতর বৈরসাধন করিতেছে। কিন্তু আমার তাদৃশ ব্যবহার কখনই বিসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিতে পারিবে না। মলয়কেতু নগরমধ্যে থাকিলে, হয় তাহাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিতে হইত, না হয় তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে হইত। আমি উভয়থাই সঙ্কট বিবেচনা করিয়া তাহাকে পলাইতে দিয়াছি। এবং অমাত্য রাক্ষসের অপসরণে উপেক্ষা করিবার ও বিশিষ্ট কারণ আছে। তিনি একতঃ সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ও প্রজাবর্গের অত্যন্ত প্রীতিপাত্র, তাহাতে দেশমধ্যে শত্রুভাবে অধিক কাল অবস্থান করিলে বিশিষ্ট অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এমন কি ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া অসংখ্য প্রজা হানি হইতে পারিত। এবং পর্য্যবসানে বিদ্রোহ শান্তি হইয়া আপনকার বিজয়লাভ হইলেও রাক্ষসের সদৃশ প্রভুভক্ত ধীমান মহাত্মার প্রাণহানি কখনই শুভফলোপধায়িনী হইতে পারে না।

রাজা কহিলেন মহাশয়, আমি আপনকার সহিত বিতর্ক করিতে একান্ত অসমর্থ। কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যাহা একবার সংস্কার-বদ্ধ হইয়াছে তহা কেবল তর্ককৌশলে কখনই অপনীত বা বিচলিত হইতে পারে না।

আমার স্থির নিশ্চয় হইয়াছে, অমাত্য রাক্ষস যথার্থই প্রশংসনীয়। দেখুন, সেই মহাত্মা পদচ্যুত হইয়াও কেবল স্বীয় বুদ্ধিবলে পুনর্ব্বার তদনুরূপ পদে অধিরূঢ় হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। আমরা বিজয়ী হইয়াও সেই বিপক্ষ রাক্ষসের ইষ্ট সিদ্ধির কিছু-মাত্র ব্যাঘাত করিতে পারিলাম না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, গুণবান পুরুষ পরম শত্রু হইলেও তদীয় গুণে স্বভাবতই পক্ষপাত উপস্থিত হইয়া থাকে। চাণক্য কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তবে কি রাক্ষস আমার ন্যায় শত্রুকুল উৎসাদিত করিয়া স্বকীয় প্রিয় পাত্রকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের ঈদৃশ মর্ম্মভেদি বাক্যে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া কহিলেন মহাশয়, মনুষ্য স্বভাবতঃ অহঙ্কারবশতঃ অমানুষ কর্ম্ম সকল আত্ম-সাধিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ সে সমস্ত কেবল দৈবানুকূল্যেই সুসিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। চাণক্য ক্রুদ্ধ হইয়া সগর্ব্ববচনে কহিলেন, অহে বৃষল, তুমি কি জাননা, না রাক্ষসই দেখে নাই; আমি সর্ব্বজনসমক্ষে দুস্তর প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়া, শত শত রাজাকে বিনিপাতিত ও দুর্দ্দান্ত নন্দবংশীয় নৃপতিদিগকে সমূলে নিহত করিয়াছি। এমন কি অদ্যাপি তাহাদিগের গাত্রস্রুত বহল বসাসংযোগে চিতাগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হয় নাই। ইহাতেও কি আমার অসাধারণ ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠাপিত হইল না। যথার্থ গুণগ্রাহী বুদ্ধিমান্ মাত্রেই যাবতীয় অমানুষ কার্য্যের প্রকৃত কারণ অবধারণ করিয়া থাকেন। আর কারণানুসন্ধানে অক্ষম মূর্খেরাই দৈবাবলম্বন করে।

চন্দ্রগুপ্ত কহিলেন, কিন্তু পণ্ডিতেরাও নিরহঙ্কার হইয়া থাকেন। এই কথা চাণক্যের প্রজ্বলিত ক্রোধানলে আহুতি-স্বরূপ হইল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল; কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল; স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্রীভূত হইল; ললাটদেশে ভীষণ ভ্রূকুটী মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আসনপরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে পদাঘাত করিয়া শ্রুতিকঠোর স্বরে বলিতে লাগিলেন, অহে বৃষল, আমি সামান্য দাসবৎ প্রভুর প্রসাদোপজীবী নহি; আপনার পৌরুষমাত্র সহকারে যাবতীয় দুঃসাধ্য ব্যাপারে কৃত-কার্য্য হইয়াছি; আমার ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞার তাদৃশ ভীষণ পরিণাম-দর্শনেও কি তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হই-তেছে না; তুমি কি সাহসে আমার অচির-নির্ব্বাণ ক্রোধ-দহন পুনঃ প্রজ্বলিত করিতে সমুদ্যত হইতেছ। সাবধান, আমার বদ্ধশিখা মোচনে এই কর পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতেছে। আমার এই চরণ পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা-রোহণে সমুত্থিত হইতেছে। তুমি অজ্ঞান বালকের ন্যায় জীবিত ভুজঙ্গ-ভোগে হস্ত প্রসারিত করিতেছ।

রাজা চাণক্যের তথাবিধ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি বিলো-কনে এবং ঈদৃশ দর্পিত কথা শ্রবণে ভীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; মন্ত্রিবর বুঝি যথার্থই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। নতুবা প্রকৃত কোপ-সম্ভূত লক্ষণ সকল কখনই শরীরমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইত না। চন্দ্র-গুপ্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া, কি উপায়ে মন্ত্রিবরের ক্রোধ-শান্তি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুবুদ্ধি চাণক্য রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কৃতক কোপ

পরিহারপূর্ব্বক কহিলেন, বৃষল, তুমি আর কি নিমিত্ত বৃথা চিন্তা করিতেছ, যদি রাক্ষস আমা অপেক্ষা বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠই হয় তাহা হইলে এই মন্ত্রিগ্রাহ্য শস্ত্র তদীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে নিযোজিত কর, আমি অদ্যাবধি বিদায় হইলাম, তুমি তাঁহাকে লইয়া সুখে রাজ্য ভোগ কর। এই বলিয়া মন্ত্রিবর শস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে রাক্ষসকে কহিতে লাগিলেন, অহে রাক্ষস, তুমি আমার সহিত চন্দ্রগুপ্তের ভেদসাধন করিয়া তাহাকে পরাজিত করিবে মনে করিয়াছ, ভেদসাধন হইল বটে, কিন্তু ইহা ত্বদীয় অনর্থেরই নিদান হইল।

অনন্তর চাণক্য চলিয়া গেলে, রাজা অধিকৃত পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন অদ্যাবধি আমারই আদেশ ক্রমে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে; চাণক্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকিল না। এই কথা বলিয়া চন্দ্রগুপ্তও সহচর সমভিব্যাহারে রাজসদনে গমন করিলেন।

যখন চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের কথান্তর হয় রাক্ষসপ্রেরিত করভক নামে এক জন ছদ্মবেশী দূত তথায় উপস্থিত ছিল। সে নিজ প্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইল দেখিয়া অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া তদীয় গোচরার্থ কুসুমপুর হইতে বিনির্গত হইল।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে রাক্ষস রাত্রিন্দিব রাজ্যচিন্তায় নিতান্ত ক্লান্ত

ও ব্যথিতচিত্ত হইয়া যথাকথঞ্চিৎ কালাতিপাত করিতে-ছিলেন। একদা অপরিমিত পরিশ্রমে শিরোবেদনা উপস্থিত হওয়াতে নিতান্ত কাতর হইয়া শয়নমন্দিরে অবস্থিত ছিলেন; শকটদাস পার্শ্বে বসিয়া অতিমৃদুস্বরে রাজ্যসম্পর্কীয় কথোপকথন করিতেছিলেন; এমত সময়ে করভক অমাত্য-ভবনে সমুপস্থিত হইয়া স্বকীয় আগমন বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন। করভক প্রবেশ-মাত্র রাক্ষসকে শয়ান ও বেদনায় বিবর্ণবদন দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক অনতিদূরে উপবেশন করিল।

এদিকে মলয়কেতু রাক্ষসের অস্বাস্থ্য সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভাগুরায়ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অমাত্য-সন্দ-র্শনার্থ তদীয় ভবনাভিমুখে আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, অদ্য দশ মাস অতীত হইল পরমপূজ্যপাদ জনকের মৃত্যু হইয়াছে; আমি এমত কুসন্তান যে অদ্যাপি তাঁহার উদ্দেশে একা-ঞ্জলি জলমাত্রও প্রদান করিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ে লোকান্তরিত পিতা আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেমন মদীয় জননী প্রিয় পতিবিয়োগে শোকে অধীর হইয়া বারম্বার বক্ষে করাঘাত করিয়াছিলেন, হাহাকার রবে আর্ত্তনাদ করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমি অগ্রে বৈরনারীদিগের তদনুরূপ দুরবস্থা করিয়া পশ্চাৎ পিতৃলোকদিগকে তোয়াঞ্জলি প্রদান করিব।' অধিক কি, আমি হয় পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া পিতার

অনুগামী হইব, অথবা শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া মদীয় জননীর শোকসন্তাপ বিদূরিত করিব; কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব না।

মলয়কেতু ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে বৈরনির্য্যাতন বিষয়ে কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন আমি ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াই রাক্ষসের হস্তে সমুদয় কর্ত্তৃত্বতার সমর্পণ করিয়াছি, অধিকন্তু শত্রুনিপাতনের সমস্ত ভারই তদীয় হস্তে অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু জানি না, তিনি যথার্থ বিশ্বস্তের ন্যায় মদর্থমাত্র উদ্দেশ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন কি না। অতএব তাঁহার অভিপ্রেত তত্ত্বানুসন্ধানে আর আমার উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। মলয়কেতু ঈদৃশ চিন্তায় উদ্বিগ্নমনা হইয়া রাজনীতিবিশারদের ন্যায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনারও তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মলয়কেতু নিজ সখিব্যাহারী ভাগুরায়ণকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই; কিন্তু আপনি কোন বিষয়ের কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে, চন্দ্রগুপ্তের বিশ্বস্ত অনুচর ভদ্রভট প্রভৃতি আমার আশ্রয় গ্রহণকালে শিখরসেনকে অবলম্বন করিয়াই আসিয়াছিল এবং স্পষ্টই বলিয়াছিল তাহারা রাক্ষসের গুণপক্ষপাতী হইয়া আইসে নাই; কেবল মদীয় দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে সমাকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের এরূপ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ কিছুমাত্র পরিগ্রহ করিতে পারি নাই।

ভাগুরায়ণ রাজসচিবের ন্যায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া

বলিলেন, রাজকুমার, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় বিজিগীষুর আশ্রয় করিতে হইলে লোকে তদীয় প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকে; অতএব ভবদীয় একান্ত অনুরাগী শিখরসেনকে যে ভদ্র-ভটপ্রভৃতি রাজপুরুষেরা অবলম্বন করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি। মলয়কেতু কহিলেন, সখে, অমাত্য রাক্ষস কি আমাদিগের প্রকৃত হিতৈষী নহেন। ভাগুরায়ণ স্বকীয় অভীষ্ট-সাধনে উপযুক্ত সময় পাইয়া বলিলেন, কুমার, অমাত্য রাক্ষস আপনকার হিতৈষী বটেন সন্দেহ নাই; কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে তদীয় হিতৈষিতা কেবল স্বার্থমূলক বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। আমার বোধ হইতেছে রাক্ষস কেবল চন্দ্র-গুপ্তকে রাজ্যবিযুক্ত করিবার নিমিত্ত আপনকার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, বরং চাণক্যের প্রতি বৈরসাধনই তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত। এমন কি, ঘটনাক্রমে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, প্রভুভক্ত রাক্ষস স্বামিপুত্র বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেও করিতে পারেন, এবং পক্ষান্তরেও নিতান্ত বিসঙ্গতি নাই। চন্দ্রগুপ্তও রাক্ষসকে প্রাচীন মন্ত্রী বলিয়া পুনর্ব্বার সচিব-পদে অভিষিক্ত করিলেও করিতে পারেন। মলয়কেতু ভাগুরায়ণ-বাক্যে সমধিক সন্দিহান হইয়া পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে অমাত্যভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে রাক্ষসের শয়নাগারের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, রাক্ষস এক জন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গোপনে কথোপকথন করিতেছেন। মলয়কেতু দেখিবা মাত্র তাঁহাদিগের নিভৃত বাক্যালাপ শ্রবণে একান্ত

কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং ভাগুরায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে, এস, আমরা এই স্থান হইতে অমাত্যের গুপ্তমন্ত্রণা শ্রবণ করি; জানি কি অমাত্য মন্ত্রভঙ্গ ভয়ে আমার নিকট সমুদায় কথা ব্যক্ত না করিলেও করিতে পারেন। ভাগুরায়ণ যেন অগত্যাই সম্মত হইয়া কুমারের সহিত অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাক্ষস ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া করভককে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে, চন্দ্রগুপ্ত কি কেবল কৌমুদী-মহোৎসব প্রতিষেধের নিমিত্তই ক্রুদ্ধ হইয়া চাণক্যকে নিরাকৃত করিয়াছে, কি আরও ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে?

মলয়কেতু ভাগুরায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে, রাক্ষস যে চন্দ্রগুপ্তের অপর কোপের কারণ অন্বেষণ করিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য কি। ভাগুরায়ণ কহিলেন, কুমার, চাণক্য অতি সুচতুর ও পরিণামদর্শী, চন্দ্রগুপ্তও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত, এরূপ সামান্য কারণ হইতে তাঁহাদিগের এতদূর বিচ্ছেদ হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব, এই বিবেচনা করিয়াই অমাত্য ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অনন্তর করভক কহিল, মহাশয়, চাণক্য অমাত্যকে ও কুমার মলয়কেতুকে কুসুমপুর হইতে প্রস্থান করিতে দেওয়াতে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে নিতান্ত অপরাদ্ধ করিয়াছেন অতএব ইহাও তদীয় ক্রোধোৎপাদনের অন্যতর কারণ সন্দেহ নাই। রাক্ষস বলিলেন, যাহাই হউক, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে চাণক্য তথাবিধ ন্যক্কৃত হইয়া কখনই কুসুমপুরে কাপুরুষবৎ অবস্থান করিবেন না। করভক কহিল আমি বোধ করি তিনি অবিলম্বেই তপো-

বনযাত্রা করিবেন। রাক্ষস এই বিষয় ক্ষণকাল মনো-মধ্যে আন্দোলিত করিয়া কহিলেন সখে শকটদাস! যে ব্যক্তি অতুলবিক্রমশালী ধরণীন্দ্র নন্দকৃত যৎকিঞ্চিৎ অপ-মান সহিতে না পারিয়া অতিসামান্য অপরাধে তদীয় সমূলচ্ছেদ করিয়াছে, সে আত্মকৃত রাজার নিকট এরূপ অপদস্থ হইয়া কখনই প্রতিহিংসা-পরাঙ্মুখ হইবে না, অবশ্যই পূর্ব্ববৎ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্ট সাধন করিবে। শকটদাস কহিলেন, মহাশয়, আপনি কি মনে করিয়াছেন চাণক্য অতি অনায়াসে তাদৃশ দুস্তর প্রতিজ্ঞাসরিৎ উত্তীর্ণ হইয়াছেন; প্রতিজ্ঞাপালনে যে কত পরিশ্রম ও কত কষ্ট তাহা বোধ হয় তিনি বিল-ক্ষণ অবগত আছেন, অতএব তিনি তাদৃশ দুঃসাধ্য বিষয়ে আর কখনই সহসা হস্তক্ষেপ করিবেন না।

করভক ও শকটদাস রাক্ষসের নিকট যথাবুদ্ধি স্ব স্ব মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া ক্ষণবিলম্বে বিদায় হইয়া গেলে, অমাত্য কুমার-সন্দর্শনার্থ রাজভবন গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মলয়কেতুও তাঁহাদিগের বাক্যাবসান হইল দেখিয়া ভাগুরায়ণ সমভিব্যাহারে নিভৃত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অমাত্যের সম্মুখীন হইলেন। পরে তিনি তাঁহার অস্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাক্ষস কহিলেন, কুমার, আমার অস্বাস্থ্য শারী-রিক কোন পীড়া-নিমিত্ত নহে, যত দিন আপনাকে কুমার বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে ততদিন এই অস্বা-স্থ্যের সম্পূর্ণ শান্তি সম্ভাবনা নাই।

মলয়কেতু বলিলেন, মহাশয়, রাক্ষস যাহার মন্ত্রী তাহার পক্ষে কিছুই দুর্লভ নহে; কিন্তু মহাশয়, আমা-

দিগের সৈন্যসামন্ত সমুদয় প্রস্তুত থাকিতেও আর কত-কাল এরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। রাক্ষস কহিলেন, কুমার, যুদ্ধের অভিমত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, আর আমাদিগকে বৃথা কালহরণ করিতে হইবে না। কিয়দ্দিন হইল চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে নিরাকৃত করিয়া সমুদায় রাজ্যভার আপনিই গ্রহণ করিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহাকে ত্বরায় পরাজিত করিয়া মনোরথ সম্পূর্ণ করিব। মলয়কেতু বলিলেন, মহাশয়, রাজাদিগের সচিবব্যসন আপনি যত দূর অশুভহেতু বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। বিশেষতঃ চন্দ্রগুপ্ত অতি-ধীরপ্রকৃতি ও পরিণামদর্শী, তিনি প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ লাভ করিবার বিশিষ্ট উপায় জানেন। প্রজাপীড়ক নিষ্ঠুর চাণক্য বটু একবার পদচ্যুত হইলে, আপাততঃ যাহাদিগকে সাতিশয় রাজবিদ্বেষী বলিয়া প্রতীতি হই-তেছে, এমন কি, তন্মধ্যে অনেককেই রাজকীয় প্রসাদ-লাভের নিমিত্ত তদীয় দ্বারস্থ হইতে দেখা যাইবে।

রাক্ষস বলিলেন, কুমার, আমি কুসুমপুর-বাসিদিগের যথার্থ মনোগত ভাব অবগত আছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তত্রত্য অধিকাংশ লোকই নন্দ-বংশের যথার্থ অনুরাগী, তাহারা কেবল দণ্ডভয়েই চন্দ্রগুপ্তের অনুগত রহিয়াছে; সুযোগ পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই প্রিয়ভূপতি মহানন্দের নিহন্তা বিশ্বাসঘাতক পামরের বৈরসাধনে যৎপরোনাস্তি যত্নপর হইবে। আমাদিগের স্বার্থশূন্য ব্যবহারই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত-স্থল রহিয়াছে। আর চন্দ্রগুপ্তকে যে উপযুক্ত রাজা বলিয়া আপনকার বোধ হইতেছে তাহা কেবল চাণ-

ক্যের মন্ত্রচাতুর্য্যনিবন্ধনই সংশয় নাই। যেমন স্তন্য-পান অচিরজাত বালকের জীবনধারণের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়; চাণক্যের মন্ত্রণাও চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে অবিকল তদনুরূপ জানিবেন। মগধরাজ্য এক-চাণক্য-বিহীন হইলে অবিলম্বেই হীনবল ও নিস্প্রভ হইয়া পড়িবে। আর ইহা যে কেবল চন্দ্রগুপ্তের পক্ষেই এমত নহে, যাবতীয় সচিবায়ত্ত রাজ্যের এইরূপ অবস্থাই জানিবেন।

মলয়কেতু অমাত্যের এই কথা শ্রবণে, স্বীয় রাজ্য সচিবপরতন্ত্র নহে, মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন, মহাশয়, সে যাহাহউক এক্ষণে আর বৃথা কালহরণ করা কোনক্রমেই উচিত নহে, ত্বরায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া মনোবেদনা শান্তি করি। কুমারবচনে রাক্ষস সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি ভাগুরায়ণকে সঙ্গে লইয়া রাজসদনে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মলয়কেতু স্বকীয় সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অহে শিখরসেন, আমাদিগকে ঘোরসমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরাক্রান্ত শত্রুকুল বিমর্দ্দিত করিতে হইবে, ত্বরায় সামন্তসমগ্র সংগৃহীত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

বহুদিন অবধি যুদ্ধের উদ্যোগ আরব্ধ হইয়াছিল, রাজার আজ্ঞামাত্র নগরমধ্যে একটা হুলুস্থূল উপস্থিত হইল, সৈনিক পুরুষেরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতে লাগিল; রাজমার্গ সকল-লোকে আকীর্ণ হইল, বীরগণের করকলিত শাণিত ভীষণ অস্ত্র সকল দিনকর-কিরণ-সম্পর্কে চপলাবলীর শোভা সমাধান করিতে লাগিল; কুঞ্জরের গর্জ্জিতে তুরগের হ্রেষারবে ও দুন্দুভি-

নিনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল, রাজন্যগণ বিচিত্র তনুত্র পরিধানপূর্ব্বক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ঘোটকে সমারূঢ় হইলেন। কুঞ্জরারোহী অশ্বারোহী ও পদাতি সেনা-সকল শ্রেণীবিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া মলয়কেতুর সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর অমাত্য রাক্ষস, ভাগুরায়ণ ও ভদ্রভট প্রভৃতি, কুমার-সহচরগণ একে একে সকলেই সেনা-সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হইলে, কুমার মলয়কেতু যুদ্ধোপযোগী বেশ পরিধান করিয়া স্বয়ং সমাগত হইলেন; এবং যাবতীয় সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কুসুমপুরাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।

দিন দিন কুসুমপুর সন্নিহিত হইতে লাগিল, সৈনাগণ ক্রমেই সমধিক সমরোৎসুক হইতে লাগিল। রাক্ষস পরমশত্রু চন্দ্রগুপ্তের বিনিপাত, প্রিয়পরিজনের সন্দর্শন, ও প্রিয়তর বান্ধবের বন্ধন-বিমোচন, নিকটবর্ত্তী ও অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মলয়কেতুর অন্তঃকরণ বিবিধ চিন্তায় সমাকুল হইল, তিনি অধিকতর সাবধান হইয়া, সেনানিচয়ের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কুসুমপুর অদূরবর্ত্তী হইলে, কুমার স্বকীয় অনুচরবর্গের বিশ্বাসভঙ্গ-ভয়ে একটি নিয়ম প্রচার করিলেন যে তাহাতে ভাগুরায়ণের মুদ্রাঙ্কিত পত্র না লইয়া কটক হইতে কাহারও বহির্গত হইবার বা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার আর উপায় রহিলনা, সকলকেই মুদ্রা লইয়া গতায়াত করিতে হইল।

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধার্থক এত দিন সময়-প্রতীক্ষা করিয়া রাক্ষসের অধীনেই ছিলেন, এ ক্ষণে অবসর বুঝিয়া প্রসাদলব্ধ ভূষণ কক্ষে লইয়া চাণক্যদত্ত-পত্র-হস্তে পাটলীপুত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ দিন ক্ষপণক কুসুমপুর গমনে অভিলাষী হইয়া ভাগুরায়ণের নিকট অনুমতিপত্র লইতে যাইতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে শিবিরমধ্যে তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ক্ষপণক, সিদ্ধার্থকের বিদেশগমনের সজ্জা দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "অহে তোমাকে ত বিদেশগমনোদ্যত দেখিতেছি, ভাগুরায়ণের অনুমতি-পত্রিকা গ্রহণ করিয়াছ ত। সিদ্ধার্থক অহঙ্কার-পূর্ব্বক কহিলেন এই দেখ আমার নিকট অমাত্যের মুদ্রাঙ্কিত পত্র রহিয়াছে, কাহার সাধ্য আমাকে নিবারণ করে। এ কথায় ক্ষপণক নিরুত্তর হইয়া আপনি ভাগুরায়ণ-সন্নিধানে গমন করিলেন।

ভাগুরায়ণ মলয়কেতুর শিবির সন্নিধানে আপনার আসন সন্নিবেশিত করিয়া মুদ্রাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এবং মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, কুমার মলয়কেতুর আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও যেপ্রকার বিশ্বাস, তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করা নিতান্ত নরাধমের কর্ম্ম। কিন্তু কি করি, পরাধীন ব্যক্তির স্বতন্ত্রতাবলম্বন করিয়া কার্য্য করা কখনই ন্যায়সিদ্ধ হইতে পারে না, প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে প্রাণপণ যত্ন করা ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাহা হউক পরাধীনতা অত্যন্ত অসুখাকর; একবার দাসত্ব স্বীকার করিলে স্বকীয় কুল মান ও যশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। ভাগুরায়ণ ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ভাসুরক-নামক দ্বারপালকে কহি-

লেন, অহে, যদি কেহ অনুমতপত্রার্থী হইয়া দ্বারে উপস্থিত হয় তাহাকে তুমি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট লইয়া আসিবে।

এদিকে মলয়কেতু একাকী স্বকীয়-কটক-মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কি আশ্চর্য্য, অদ্যাপি রাক্ষসের যথার্থ মনোগত ভাব কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এক্ষণে ইহাঁর চিরবিদ্বেষী শত্রু চাণক্য নিরাকৃত হইয়াছে, কি জানি চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশীয় বলিয়া ইনি পাছে তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন; অস্মৎপক্ষীয় মিত্রতা বিস্মৃত হইয়া আমাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াই বা যান। মলয়কেতু এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া দ্বারবানকে, ভাগুরায়ণ কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল কুমার, ভাগুরায়ণ আপনকার কটকের অনতিদূরে মুদ্রাধিকারে রহিয়াছেন।

মলয়কেতু, ভাগুরায়ণ কিরূপ বিশ্বস্তভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন দেখিবার নিমিত্ত, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গিয়া তদীয় পটমণ্ডপের কিঞ্চিৎ অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় ক্ষপণকও মুদ্রার্থী হইয়া ভাগুরায়ণের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, ভাসুরক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। ভাগুরায়ণ জীবসিদ্ধিকে রাক্ষসের পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন, দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি কি অমাত্যের কোন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত বিদেশ গমনে উদ্যত হইয়াছেন? । জীবসিদ্ধি কহিলেন, মহাশয়, আর আমি রাক্ষসের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আত্মাকে অপবিত্র করিব না, বরং অবিলম্বেই দেশান্তরিত হইয়া তদীয় নিকৃষ্ট রাজনীতি-প্রণালীর সহিত তাঁহাকে একেবারে বিস্মৃত

হইতে চেষ্টা করিব। ভাগুরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনকার মিত্রের প্রতি সাতিশয় প্রণয়কোপ দেখিতেছি, কারণ কি ?।

জীবসিদ্ধি বলিলেন, মহাশয়, ইহার প্রকৃত কারণ বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিশেষতঃ আমি তাদৃশ চিরপরিচিত বান্ধবের অতিগুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে জনসমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণাস্পদ করিতে ইচ্ছাও করি না। আপনি সে বিষয় আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। ভাগুরায়ণ কহিলেন মহাশয়! কুমার আমাকে যেরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছেন তাহাতে আমি আপনকার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে না পারিলে আপনাকে কোন মতেই মুদ্রা প্রদান করিতে পারি না। ক্ষপণক উপায়ান্তর বিরহে যেন অগত্যাই সম্মত হইলেন, কহিলেন মহাশয়, দুঃখের কথা আর কি কহিব, আমি না জানিয়া পর্ব্বতকপ্রাণহন্ত্রী বিষকন্যার সহচর হইয়া কুসুমপুরে আসিয়াছিলাম বলিয়া, চাণক্য আমাকে নিরপরাধে একবারে দেশ-নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; আমি রাক্ষসের দোষ জানিতে পারিয়াও অগত্যা তাঁহারই নিকটে অবস্থান করিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তিনি ঐশ্বর্য্যমদে পূর্ব্বতন মিত্রতা বিস্মৃত হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করাতে আমি একবারে জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইব স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।

মলয়কেতু ক্ষপণকপ্রমুখাৎ ঈদৃশ অচিন্তিতপূর্ব্ব অশুভ বার্ত্তা শ্রবণে চমৎকৃত হইলেন এবং বজ্রাহতপ্রায় অকস্মাৎ শোকে বিহ্বল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,

কি আশ্চর্য্য, রাক্ষস পিতার প্রাণ বধ করিয়াছে; আমি এত দিন গৃহমধ্যে কালসর্প পোষিত করিয়া রাখিয়াছি। ভাগুরায়ণ কহিলেন সে কি মহাশয়, আমরা যে শুনিয়াছিলাম দুরাত্মা চাণক্য বটু প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধপ্রদানে অসম্মত হইয়া এই নৃশংস কার্য্য করিয়াছে। জীবসিদ্ধি কহিলেন মহাশয়, এমত কখনই মনে করিবেন না, পূর্ব্বে চাণক্য বিষকন্যার নামও জানিত না। দুষ্টমতি রাক্ষসই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। ভাগুরায়ণ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়কে অগ্রে কুমারের নিকট যাইতে হইবে, পশ্চাৎ মুদ্রা প্রদান করিব।

মলয়কেতু অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং সজলনয়নে ভাগুরায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখে! আমি তোমাদিগের তাবৎ কথাই শুনিতে পাইয়াছি, নিদারুণ পাপ বাক্য আর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না; অদ্য পিতৃবধশোক দ্বিগুণিত হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে; জীবসিদ্ধি রাক্ষসের চিরন্তন মিত্র, ইনি তাঁহার প্রতি কখনই মিথ্যা-দোষারোপ করিবেন না। মলয়কেতু এই কথা বলিয়া আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া রাক্ষসোদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, রে নৃশংস রাক্ষস, তোর কি ইহাই উচিত হইল; আমার পিতা সরল স্বভাব প্রযুক্ত বিশ্বাস করিয়া যাবতীয় রাজ্যভার তোরই হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই কি তাহার অনুরূপ প্রতিদান হইল। তুই তাদৃশ সাধুপুরুষকে নিরপরাধে বিনষ্ট করিয়া কি রাক্ষস নাম সার্থক করিলি।

ভাগুরায়ণ কুমারের তথাবিধ শোক ও কোপ সন্দর্শনে

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর্য্য চাণক্য আমাকে রাক্ষসের প্রাণরক্ষা করিতে ভুয়োভূয় আদেশ করিয়াছেন, অতএব কৌশলক্রমে কুমারের ক্রোধানল হইতে তাঁহাকে রক্ষিত করিতে হইবে। ভাগুরায়ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক কুমারকে আসনে বসাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কহিলেন, কুমার, অর্থশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, কার্য্যানুরোধে এক ব্যক্তিকেই কখন শত্রু কখন মিত্র ও কখন বা উদাসীন বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। এই চিরন্তন সিদ্ধান্তের অন্যথা করিলে নানা অনর্থপরম্পরা ঘটিয়া উঠে। রাক্ষস বস্তুতঃ আপনকার শত্রু হইলেও আপাততঃ আপনাকে তাঁহার সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা যে ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, এ সময় তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইলে অভিপ্রেতসিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। অতএব ক্রোধ সম্বরণ করুন, যুদ্ধে বিজয়লাভ হইলে আপনি তখন অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিবেন। ভাগুরায়ণ যখন মলয়কেতুকে এইরূপ সান্ত্বনা করিতেছিলেন, কতকগুলি সৈনিক পুরুষ সিদ্ধার্থককে বন্ধন করিয়া হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং নিবেদন করিল, মহাশয়, এই ব্যক্তি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বলপূর্ব্বক কটক হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমরা ইহাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছি।

ভাগুরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে তুমি কে, কি নিমিত্তই বা মুদ্রাগ্রহণ না করিয়া গমন করিতেছিলে।

সিদ্ধার্থক কহিলেন মহাশয়, আমি অমাত্যের পার্শ্বচর, তদীয় পত্র লইয়া কুসুমপুরে গমন করিতেছিলাম। ভাগুরায়ণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি নিমিত্ত মুদ্রা না লইয়া কটক হইতে যাইতেছিলে। সিদ্ধার্থক বলিলেন, মহাশয়! কোন আবশ্যক প্রয়োজন-বশতঃ অতিসত্বর যাইতেছিলাম। মলয়কেতু বলিলেন, সখে ভাগুরায়ণ, আর উহাকে জিজ্ঞাসিবার প্রয়োজন নাই, রাক্ষস-প্রেরিত পত্র পাঠেই সমস্ত অবগত হইতে পারা যাইবে।

ভাগুরায়ণ পত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপর রাক্ষসের নামাঙ্কমুদ্রা রহিয়াছে দেখিয়া মলয়কেতুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি পত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। "কোন ব্যক্তি কোন স্থান হইতে কোন প্রধান ব্যক্তিকে অবগত করিতেছে। আপনি আমা-দিগের বিপক্ষকে নিরাকৃত করিয়া সত্য প্রতিপালন করি-য়াছেন। মদীয় বান্ধবগণের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহার অন্যথা করিবেন না; পরে আপনকার প্রতি ইহাঁদিগের অনুরাগ সঞ্চার হইলে, ও মদীয় বুদ্ধিকৌশলে অন্যতর আশ্রয় বিনষ্ট হইলে, ইহারা নিরাশ্রয় হইয়া সুতরাং উপ-কারীরই শরণাগত হইবে। যদিও আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই তথাপি বলিতেছি, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষের হস্তিবল, কেহবা বিষয়সম্পত্তি লাভের বাসনা করে। আপনি যে তিনখানি আভরণ পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাইয়াছি। পত্রের শূন্যতাদোষ পরিহারের নিমিত্ত ভবাদৃশ পুরুষ-

সিংহের অযোগ্য কোন দ্রব্য পাঠাইতেছি গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্টাংশ অতিবিশ্বস্ত, পরমাত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখতঃ শ্রবণ করিবেন।”

মলয়কেতু পত্র পাঠ করিয়া কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া ভাগুরায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে, পত্রের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিয়াছ ? ভাগুরায়ণ কুমারবচনে প্রত্যুত্তর না দিয়া সিদ্ধার্থককেই জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে, এ কাহার পত্র, কাহার নিকটেই বা লইয়া যাইতেছিলে ? সে কহিল, মহাশয়, আমি ত তা জানি না। ভাগুরায়ণ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক দ্বারবানের প্রতি তাহাকে তাড়না করিতে আদেশ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। তাড়না করিতে করিতে সিদ্ধার্থকের কক্ষ হইতে আভরণপেটিকা স্খলিত হইয়া পড়িল, দ্বারবান অমনি তাহা গ্রহণ করিয়া মলয়কেতু-সন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিল। কুমার পেটিকার উপরেও তাদৃশ মুদ্রাচিহ্ন রহিয়াছে, দেখিয়া ভাগুরায়ণকে বলিলেন, সখে, পত্রে যে দ্রব্যটী পাঠাইতেছি লিখিত আছে, তাহা বোধ হয় এই। অতএব ইহা উদ্ঘাটিত কর। ভাগুরায়ণ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তিন খানি আভরণ বাহির করিলেন। মলয়কেতু আভরণ নিরীক্ষণ মাত্র ভাগুরায়ণকে কহিলেন, সখে, এই তিনখানি ভূষণ, কিছুদিন হইল, আমি রাক্ষসকে দিয়াছিলাম ; ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে এ রাক্ষসেরই প্রেরিত পত্র। ভাগুরায়ণ কহিলেন, কুমার, এ ব্যক্তি যতক্ষণ নিজমুখে ব্যক্ত না করিতেছে ততক্ষণ সংশয় দূর হইতেছে না। এই কথা বলিয়া দ্বারবানের প্রতি পুনর্ব্বার তাড়না

করিবার আদেশ করিলে, সিদ্ধার্থক ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে মলয়কেতুর চরণে নিপতিত হইলেন। এবং কহিলেন, কুমার যদি আপনি আমাকে অভয়দান করেন, তাহাহইলে আমি আপনাকে সমস্তই অবগত করিতে পারি। মলয়কেতু বলিলেন, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সমুদায় ব্যক্ত করিয়া সংশয় দূর কর।

সিদ্ধার্থক বলিলেন মহাশয়! অমাত্য রাক্ষস আমাকে এই পত্রখানি ও এই আভরণ-পেটিকা দিয়া চন্দ্রগুপ্ত সন্নিধানে যাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন, এবং বলিতে বলিয়াছেন, কুলূতরাজ চিত্রবর্ম্মা, মলয়রাজ সিংহনাদ, কাশ্মীররাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সিন্ধুসেন ও পারসীক-রাজ মেঘাক্ষ এই পাঁচ জনের সহিত আপনি সন্ধি বাব-স্থাপিত করিবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু আপন-কার চরম উদ্দেশ্য সফল হইলে, তাহাদিগের প্রার্থনানু-সারে আপনাকে প্রথম তিন জনকে কুমারের বিষয় সম্পত্তি, ও অপর দুই জনকে হস্তিবল প্রদান করিতে হইবে। আর আপনি চাণক্যকে বিদূরিত করিয়া যদ্রূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন তেমনি মদীয় মিত্র-প্রধান এই পঞ্চ মহীপালেরও মনোরথ পূর্ণ করিয়া সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিবেন। সিদ্ধার্থক এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মলয়কেতুর অন্তঃকরণে এত দিন রাক্ষসের প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দেহমাত্র ছিল, সম্প্রতি তাহাও একবারে অপ-নীত হইল। তিনি সাতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইয়া কহি-লেন, কি আশ্চর্য্য, চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতিও আমার বিপক্ষ-পক্ষাবলম্বন করিয়াছে; যাহা হউক, রাক্ষসকে আহ্বান

করিয়া এ বিষয়ের সবিশেষ তত্ত্বাবধান করা উচিত। মলয়কেতু এই কথা বলিয়া রাক্ষসকে আহ্বান করিতে দূত পাঠাইয়া দিলেন।

রাক্ষস সাতিশয় বুদ্ধিমান হইয়াও এত দিন চাণক্যের কুটিল মন্ত্রণার কিছুমাত্র মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই, এতাবৎ কাল নিঃশঙ্কচিত্তে রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। যখন ভাগুরায়ণের শিবিরে উক্তপ্রকার তুমুল গোলযোগ হয়, তৎকালে রাক্ষস অনন্যমনা হইয়া কেবল অচির-ভাবী সংগ্রামেরই অনুধ্যান করিতেছিলেন।

রাক্ষস ঐ দিন যাবতীয় সৈন্যদল তিন অংশে বিভক্ত করিলেন। খশ ও মগধ দেশীয় সেনাদিগকে সর্ব্বাগ্রে সংস্থাপিত করিয়া, গান্ধার ও যবনপতি সৈন্যদিগকে মধ্যে রাখিয়া, কীর, শক-নরপাল, চেদি ও হূন সৈন্যদিগকে পশ্চাতে রাখিলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন, যাত্রাকালে স্বয়ং সমস্ত সেনাদলের অগ্রগামী হইবেন, এবং মলয়কেতুকে সর্ব্বপশ্চাৎ রাজন্যগণে বেষ্টিত করিয়া রাখিবেন।

যৎকালে রাক্ষস সেনানিবহের এইরূপ শৃঙ্খলাবন্ধ করিতেছিলেন, মলয়কেতু-প্রেরিত দূত আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল এবং প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহাশয়, রাজকুমার আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি কিঞ্চিৎ সত্বর আগমন করুন। দূত এই কথা বলিয়া বিদায় হইল।

অনন্তর রাক্ষস গমনোন্মুখ হইয়া শকটদাসকে স্বকীয় আভরণ আনিতে আদেশ করিলে, তিনি অতিরক্রীত

আভরণত্রয় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাক্ষস অমনি তাহা পরিধান করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া মলয়কেতুর নিকট যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন রাজ্যতন্ত্রে শান্তিসুখ একান্ত দুর্লভ, বিশেষতঃ অধীনবর্গের সর্ব্বদাই অসুখ। অধিকৃত পদস্থ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকেও প্রতিপদার্পণেই শঙ্কিত হইতে হয়, এমন কি প্রভুসন্নিধানে আহূত হইয়া যাইতে হইলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহাতে স্বামী যদি অত্যন্ত অবিবেকী ও স্বভাবতঃ রোষপরবতন্ত্র হন এবং পার্শ্বচর ছিদ্রানুসন্ধায়ী হয়, তাহা হইলে ত অধিকৃত ব্যক্তির ভয়ের আর ইয়ত্তা থাকে না।

মন্ত্রিবর এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মলয়কেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুমারও তাঁহাকে সমুচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক আসনে বসাইলেন, এবং কহিলেন, অমাত্য, আমরা আপনকার অদর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। রাক্ষস কহিলেন, কুমার, আমি এতক্ষণ আপনকার সৈন্যদল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া, কুমারসন্দর্শনদ্বারা নয়নদ্বয় চরিতার্থ করিতে পারি নাই। এ কথায় মলয়কেতু তৎ-কৃত শৃঙ্খলার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন করিলেন।

কুমার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! যে সমস্ত ভূপাল আমার দারুণ বিপক্ষ, তাহারাই আমার পার্শ্বচর হইল। মলয়কেতু মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি কি ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তিকে কুসুমপুরে পাঠা-

ইয়াছেন? রাক্ষস কহিলেন, "না, এক্ষণে কুসুমপুরে যাতায়াত রহিত হইয়াছে, বোধ হয় আমরাই ত্বরায় তথায় উত্তীর্ণ হইব।" মলয়কেতু তখন সিদ্ধার্থকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, মহাশয়, তবে কি নিমিত্ত এই ব্যক্তি কুসুমপুরে যাইতেছিল। রাক্ষস সিদ্ধার্থককে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বহিলেন, মহাশয়, ইহাঁরা আমাকে সাতিশয় তাড়না করাতে আমি আপনকার রহস্য গোপন করিতে পারি নাই। রাক্ষস পুনর্ব্বার রহস্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সিদ্ধার্থক, "মহাশয়, ইহাঁরা আমাকে তাড়না করাতে আমি বলিয়াছি যে" এইমাত্র বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

মলয়কেতু সিদ্ধার্থককে নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন, সখে ভাগুরায়ণ, তুমি এই ব্যক্তির প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছ বল, ভৃত্যেরা স্বামি-সমক্ষে তদীয় দোষোল্লেখ করিতে স্বভাবতই লজ্জিত হইয়া থাকে। ভাগুরায়ণ কহিলেন, মহাশয়, সিদ্ধার্থক বলিয়াছে, আপনি উহাকে একখানি পত্র দিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকট যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। একথায় রাক্ষস একবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, সে কি! সিদ্ধার্থক বলিলেন, হাঁ মহাশয় ইহাঁরা আমাকে বারম্বার উৎপীড়িত করাতে আমি উহাই বলিয়াছি সত্য। রাক্ষস মলয়কেতুকে কহিলেন, কুমার, লোকে তাড়িত হইয়া কি না বলে, সিদ্ধার্থকও, বোধ হয়, ভয়প্রযুক্তই ঐরূপ বলিয়াছে। তখন মলয়-কেতু ভাগুরায়ণকে সিদ্ধার্থক-প্রদত্ত পত্র পাঠ করিতে আদেশ করিলে, ভাগুরায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়দ্দূর পাঠ হইতে না হইতেই, রাক্ষস উহা শত্রু-প্রয়োজিত বুঝিতে পারিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, কুমার, এ সমস্তই বিপক্ষ-প্রণীত, কোন সন্দেহ নাই। মলয়কেতু কহিলেন, ভাল, তবে এ আভরণ-পেটিকাটী কিরূপে শত্রুপ্রয়োজিত হইতে পারে। রাক্ষস কঠোর দৃষ্টিপাত দ্বারা সিদ্ধার্থককে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমি কিছু দিন হইল এই পাপাত্মাকে কুমারদত্ত এই আভরণ পারিতোষিকস্থলে প্রদান করিয়াছিলাম। ভাগুরায়ণ বলিলেন, অমাত্য, কুমার স্বকীয় পরিধৃত আভরণ আত্মগাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া আপনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আপনি ইহা রাজোপভোগ্য জানিয়া ঈদৃশ অনুপযুক্ত পাত্রে যে প্রদান করিবেন ইহা কখনই সম্ভবিতে পারে না।

মলয়কেতু জিজ্ঞাসা করিলেন সে যাহা হউক, অমাত্য, আপনি বিশ্বস্ত মিত্রে সিদ্ধার্থককে কি বাচনিক বলিতে বলিয়াছিলেন? রাক্ষস সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এ কাহার পত্র, কেইবা লিখিতেছে, সিদ্ধার্থক কাহারই বা বিশ্বস্ত মিত্র, আমি তাহার কিছুই জানি না। এ কথায় মলয়কেতু রাক্ষসকে পত্রগত মুদ্রাঙ্ক প্রদর্শন করিলে, রাক্ষস বলিলেন, "ধূর্ত্তেরা কপটমুদ্রাও প্রস্তুত করিতে পারে।"

ভাগুরায়ণ সিদ্ধার্থককে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে, এ কাহার হস্তাক্ষর বলিতে পর? সিদ্ধার্থক রাক্ষসের প্রতি একবারমাত্র সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বী হইয়া রহিলেন। পরে ভাগুরায়ণ অভয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি শকটদাসের

নাম মাত্র বলিয়া পুনর্ব্বার নিস্তব্ধ হইলেন। রাক্ষস প্রিয়বান্ধবের নামোল্লেখ মাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, মহাশয়, ইহা যদি যথার্থই শকটদাসের হস্তাক্ষর হয়, তাহা হইলে আমার রাজবিরোধিতা ও বিশ্বাসভঙ্গ বিষয়ে আর কিছুই সংশয় থাকিল না।

রাক্ষস এই কথা বলিবামাত্র মলয়কেতু শকটদাসকে আহ্বান করিতে দূত পাঠাইতেছিলেন; কিন্তু ভাগুরায়ণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, কুমার, শকটদাসকে এই স্থলে আনাইবার তত প্রয়োজন নাই, তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত অন্য লিপির সহিত মিলাইয়া দেখিলেই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাঁহাকে আনাইলে প্রত্যুত তিনি প্রিয় বান্ধবকে বিপন্ন দেখিয়া ইহাঁর দোষ ক্ষালনার্থেই যত্নপর হইবেন। এমন কি, সত্য গোপন করিয়াও বান্ধবের আনুকূল্য করিবেন। অনন্তর কুমার শকটদাসের অন্য লিখন ও রাক্ষসের অন্য মুদ্রাঙ্কন আনিতে আদেশ করিলে, একজন দূত তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া উপস্থিত করিল। পরে সিদ্ধার্থক-প্রদত্ত পত্রের অক্ষর সকল দূতানীত লিখনের অবিসম্বাদী হইলে, উহা শকটদাসেরই হস্তাক্ষর বলিয়া সকলেরই স্থিরনিশ্চয় হইল, এবং সবিশেষ পরীক্ষাদ্বারা পত্রান্তর্গত মুদ্রাচিহ্নও রাক্ষসেরই অঙ্গুরীয়-মুদ্রাঙ্ক বলিয়া সপ্রমাণ হইল। তখন মলয়কেতু রাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কেমন মহাশয়, এ বিষয়ে আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?"

রাক্ষস নিরুত্তর হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! অকৃত্রিম প্রণয় ও অবিচলিত

বিশ্বাস জনসমাজ হইতে একবারে অন্তর্হিত হইল। তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বান্ধব-শ্রেষ্ঠ শকটদাসও অকিঞ্চিৎকর অর্থ-স্রোতে আত্মবিস্মৃত হইয়া চিরপরিচিত ভর্ত্তৃ-স্নেহে একবারে পরাঙ্মুখ হইল। রাক্ষস মনে মনে নিরপরাধ মিত্রের প্রতি এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মলয়কেতু রাক্ষসের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি পত্রমধ্যে যে আভরণাধিগমের কথা লিখিয়াছেন তাহাই কি এই পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। এই কথা বলিয়া নিকটস্থ একজন প্রাচীন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে, তুমি অমাত্যপরিধৃত এই আভরণত্রয় পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছিলে ?। সে কহিল, কুমার, কিয়ৎকাল হইল এই তিন খানি আভরণই পর্ব্বতকের অঙ্গধৃত দেখিয়া ছিলাম। এই কথা শ্রবণমাত্র মলয়কেতু রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হা তাত পর্ব্বতেশ্বর ! হা কুল-ভূষণ পুরুষসিংহ ! ত্বদীয় অঙ্গভূষণ কি এখন দুর্ম্মতি রাক্ষসের পরিধেয় হইল।

রাক্ষস বিস্মিত, শোকার্ত্ত, বিরক্ত ও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং আর নিরুত্তর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, কুমার, এ সমস্তই বিপক্ষ-প্রকল্পিত। এই আভরণত্রয় কুটিল চাণক্যবটু বণিকদ্বারা আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছে। মলয়কেতু বলিলেন, মহাশয়, মদীয় পিতার ভূষণ রাজা চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হইয়াছিল, ইহা বণিকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না। অথবা হইলেও হইতে পারে ; চন্দ্রগুপ্ত এই আভরণ বহুমূল্য বিবেচনা করিয়া, ইহার বিনিময়ে মদীয়

সাম্রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, আপনিও তদনুরূপ কার্য্য করিবেন স্বীকার করিয়া আভরণ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছেন।

রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! আমি নির্দ্দোষ হইয়াও স্বকীয় অপরাধশূন্যতা সপ্রমাণ করিতে পারিলাম না। এ পত্রখানি আমার নহে বলিতে পারি না, ইহাতে আমার মুদ্রাঙ্ক রহিয়াছে। শকটদাসের সহিত আমার শত্রুতা ছিল, তাহাও কখনই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। এবং ভূষণ বিক্রয় রাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। অতএব আর আমার বক্তব্য কিছুই নাই, এক্ষণে নিরুত্তর হইয়া থাকাই কর্ত্তব্য।

মলয়কেতু রাক্ষসকে নিস্তব্ধ ও বিবর্ণবদন দেখিয়া মনে করিলেন, এ অবশ্যই অপরাধী, অন্যথা কি নিমিত্ত এরূপ মৌনী হইয়া থাকিবে। রাজকুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, অমাত্য, আপনি কি নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন? দেখুন, চন্দ্রগুপ্ত আপনার স্বামিপুত্র, তাহার নিকট আপনাকে সর্ব্বদা সশঙ্কভাবে থাকিতে হইবে, এবং তথায় মন্ত্রিপদ যথোচিত সৎকৃত হইলেও তাহা দাসত্ব। কিন্তু আমি মহাশয়ের মিত্রতনয়, সর্ব্বতোভাবে আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি; আপনি এখানে স্বেচ্ছানুসারে সমুদয় রাজকার্য্য করিতেছেন, পরতন্ত্রতাক্লেশ কিছুমাত্র নাই, তবে কি উদ্দেশে চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না।

রাক্ষস কহিলেন, কুমার, এ বিষয়ে আমি আর কি

বলিব, তথায় আমার না যাইবার কারণ আপনিই ত সকল বলিলেন। মলয়কেতু পত্র ও আভরণের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ সকল কি?। রাক্ষস রোদন করিতে করিতে বলিলেন এ সকল বিধাতার বিলসিত। আমি করুণানিলয় প্রাচীন প্রভুকে যে বিধাতার বিপাকে হারাইয়াছি এ সমুদায়ও তাহারই বিড়ম্বনামাত্র।

মলয়কেতু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অমাত্যসহ কথোপকথন করিতেছিলেন, এক্ষণে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া কোপে আরক্তনেত্র ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া কহিলেন, রে দুরাত্মা, তুই এখনও নিজ দোষ স্বীকার না করিয়া কেবল বিধাতার প্রতিই দোষারোপ করিতেছিস্; রে কৃতঘ্ন নরাধম, তুই বিষময়ী কন্যাপ্রয়োগদ্বারা তথাবিধ বিশ্বাসপ্রবণ নরাধিপের প্রাণ বিনাশ করিয়া, আবার আমারও প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। রাক্ষস কর্ণে হস্ত দিয়া কহিলেন, কুমার, আপনি পর্ব্বতকেশ্বরের বিনাশ বিষয়ে আমাকে নিষ্পাপ জানিবেন। মলয়কেতু জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তাঁহাকে কে বিনষ্ট করিয়াছে? রাক্ষস কহিলেন, আপনি দৈবকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কিছুই বলিতে পারি না। মলয়কেতু ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া কহিলেন, কি! আমি জীবসিদ্ধিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া দৈবকে জিজ্ঞাসা করিব। এই কথা শ্রবণে রাক্ষস ভাবিতে লাগিলেন, হায়, জীবসিদ্ধিও চাণক্যের প্রণিধি, হা ধিক্! চাণক্য আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে।

মলয়কেতু আর কালবিলম্ব না করিয়া ঘাতকদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক চিত্রবর্ম্মা, সিংহনাদ ও পুষ্করাক্ষ তিন জন রাজপুরুষকে পাংশুদ্বারা কূপমধ্যে প্রোথিত করিতে এবং সিন্ধুসেন ও মেঘাখ্যকে হস্তিপদে নিক্ষিপ্ত করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে তাহাদিগের প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়া মলয়কেতু রাক্ষসের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিলে, ভাগুরায়ণ তাঁহাকে বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে শান্ত করিয়া কৌশলক্রমে নিরপরাধ অমাত্যের প্রাণরক্ষা করিলেন। মলয়কেতু তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না বটে, কিন্তু যাইবার সময় তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, অহে রাক্ষস! তুমি ত্বরায় চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন কর এবং সাধ্যমত বৈরসাধনে পরাঙ্মুখ হইও না, আমি অবিলম্বেই সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সকলেরই সমুচিত শাস্তিবিধান করিব এবং পরাক্রান্ত শত্রুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ত্বরায় পুরুষনাম সার্থক করিব। মলয়কেতু এই কথা বলিয়া ভাগুরায়ণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর একে একে সকলেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, কেবল একাকী রাক্ষস অবনতমুখ হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিলেন, মধ্যে মধ্যে অশ্রুধারা নয়নযুগলহইতে বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হৃদয় নিরতিশয় ভারাক্রান্ত হইল, বহিরিন্দ্রিয় সকল অবশপ্রায় হইল, অন্তঃসন্তাপে অন্তঃকরণ একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। এইরূপ অসহ্য শোকানুভবে ক্ষণকাল গত হইলে, রাক্ষস আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা ধিক,

হা, ধিক, চিত্রবর্ম্মাদির নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হইল। হায়, আমি শত্রুবিনাশ করিতে আসিয়া মিত্রগণের প্রাণ বিনাশের কারণ হইলাম; হায়, আমার ন্যায় হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কে আছে! রাক্ষস এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে একবার মনে করিলেন তপোবন-যাত্রা করি, কিন্তু দেখিলেন সবের অন্তঃকরণ কখনই তপস্যায় শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। পরে ভাবিলেন মলয়-কেতুরই অনুসরণ করি, কিন্তু দেখিলেন তথাবিধ স্ত্রীজন-যোগ্যতা পুরুষের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর। পুনর্ব্বার ভাবিলেন খড়্গমাত্র সহায় করিয়া বৈরিদল আক্রমণ করি, কিন্তু তাহা হইলে মিত্র চন্দনদাসের আর উদ্ধার-সাধন হইবে না বলিয়া তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে পারি-লেন না। রাক্ষস কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরি-শেষে কুসুমপুরে যাওয়াই শ্রেয় বোধ করিলেন এবং উদুম্বরায়ণ নামক চরকে সঙ্গে লইয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মলয়কেতু সহসা বিবেচনা না করিয়া পঞ্চ নরাধিপের প্রাণবধ ও ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রিবর রাক্ষসকে নিরাকৃত করিলে, অনুচর অন্যান্য রাজন্যগণ নিতান্ত শঙ্কিত হইল, সকলেই তদীয় অবিবেকিতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার ভূয়সী নিন্দা করিতে লাগিল। এইরূপে মলয়কেতুর প্রতি তাবতেরই অসন্তোষ ও অবিশ্বাস জন্মিলে ক্রমে ক্রমে সক-

লেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; পরিশেষে তদীয় নিজ সেনাগণও যুদ্ধে নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে আত্মীয় ও সৈন্য সামন্ত সকল মলয়কেতুকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি তখনও জানিতে পারেন নাই, যে ইহা অপেক্ষাও অতিঘোর বিপদ্ সন্নিহিত হইয়াছে। ভাগুরায়ণ ভদ্রভট পুরুষদত্ত প্রভৃতি যাঁহারা এতাবৎকাল মিত্রভাবে মলয়কেতুর নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে, অবসর পাইয়া বন্ধুতাবগুণ্ঠন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহায়হীন কুমারকে একবারে সংযমিত করিলেন।

মলয়কেতু অচিন্তিতপূর্ব্ব ঈদৃশ অসম্ভবনীয় বিপদ সমুপস্থিত দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এত দিনে তদীয় জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হইল; এত দিনে বুঝিতে পারিলেন দুষ্ট চাণক্যবটু তাঁহাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু এরূপ বিজ্ঞানলাভ তাঁহার পক্ষে দ্বিগুণিত ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তখন তিনি আপনাকে কতই ধিক্কার দিতে লাগিলেন; স্বকীয় অবিবেকিতার নিমিত্ত কতই অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সমস্ত কর্ম্ম সুসমাহিত হইলে, সিদ্ধার্থক সহর্ষমনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং সেই দিনেই কুসুমপুরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ধীমান্ চাণক্য একাকী গৃহাভ্যন্তরে সচিন্তচিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মন্ত্রিবর সিদ্ধার্থককে সম্মুখাগত দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া

সমাদরপূর্ব্বক সন্নিহিত আসনে বসাইলেন, এবং পরক্ষণেই তাঁহাকে সমুদায় সংবাদ সবিশেষ বর্ণন করিতে কহিলে, তিনি আদ্যোপান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন। তখন চাণক্য স্বকীয় নীতিলতা অভীষ্টফল-প্রসূতী হইয়াছে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া, সিদ্ধার্থককে চন্দ্রগুপ্ত-সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন। তিনিও এতাদৃশ অসম্ভবনীয় শুভাবহ বার্ত্তা শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর ধীমান্ চাণক্য কতকগুলি উপযুক্ত সামন্ত সঙ্গে লইয়া নগরহইতে বহির্গত হইলেন, এবং গুপ্তপথে সত্বর গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত রাজন্যগণের পথ অবরোধ করিলেন। তাঁহারা সম্মুখে চাণক্যকে সসৈন্য সমুপস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাণক্য প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আত্মপক্ষ অবলম্বন করিতে উপরোধ করিলে, তাঁহাদিগের সেই ভয় নিবারণ হইল; তন্মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বতন বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া তদীয় দলভুক্ত হইলেন; এবং যে সকল রাজপুরুষ ইহাতে একান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, চাণক্য তাঁহাদিগকেও সমুচিত সমাদরপূর্ব্বক পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপে চাণক্যের প্রায় সমস্ত অভিসন্ধিই সুসম্পন্ন হইল। অসামান্য বুদ্ধিকৌশলে অতিদুরূহ ব্যাপারও অনায়াস-সাধ্য হইতে লাগিল। কিন্তু এত দূর কৃতকার্য্যতা তাঁহার আশাতীতই বলিতে হইবে। তিনি আশঙ্কাবশতঃ সৈন্যসংস্কারাদি করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় দুর্ভেদ্য কল্পনাবলে বিন্দুমাত্রও

রক্তপাত হইল না, যাবতীয় বিষয় অনায়াসেই সুসিদ্ধ হইল। এক্ষণে কেবল রাক্ষসকে হস্তগত করাই অবশিষ্ট রহিল।

রাক্ষসের সমভিব্যাহারে উন্দুরায়ণ নামক যে চর ছিল সেও চাণক্যেরই নিযোজিত। চাণক্য নিয়োগকালে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন "তুমি যে কোন উপায়ে পার রাক্ষসকে নগরপ্রান্তবর্ত্তী জীর্ণোদ্যানে লইয়া আসিবে।" এক্ষণে মন্ত্রিবর সিদ্ধার্থকপ্রমুখাৎ অমাত্যের তাদৃশ নিরাকরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন উন্দুরায়ণ তদীয় আদেশানুসারে রাক্ষসকে অনতিবিলম্বে জীর্ণোদ্যানে আনিয়া উপস্থিত করিবে। মন্ত্রিবর তন্নিমিত্ত একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিয়া তদ্দণ্ডেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ দূত একগাছি রজ্জু হস্তে জীর্ণোদ্যানমধ্যে উপস্থিত হইয়া একটী বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া রাক্ষসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর চাণক্য, সিদ্ধার্থক ও তদীয় মিত্র সমিদ্ধার্থক দুই জনকে চণ্ডালবেশ-ধারণ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠি চন্দনদাসকে কারাগৃহ হইতে শ্মশানে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ইহাঁরা উভয়েই সদ্বংশজাত ও সদয়-স্বভাবসম্পন্ন, ঈদৃশ ঘৃণিত নৃশংসকার্য্যে তাঁহাদিগের কোনমতে স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। কিন্তু কি করেন চাণক্যের আজ্ঞা দুরুল্লঙ্ঘনীয়, অন্যথা করিলে নানা বিপদের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন।

পরে চাণক্য চন্দনদাসকে কারাবহিষ্কৃত করিয়া

কহিলেন, অহে শ্রেষ্ঠী! তুমি অবিলম্বে রাক্ষসের পরিজন সমর্পণ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা কর। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, মহাশয়, আমি এরূপ সৌহার্দ্দবিরুদ্ধ ঘৃণিত কার্য্যে আত্মাকে কলুষিত করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। বরং প্রভাকরও পশ্চিমাচলে উদিত হইতে পারে, বরং সদাগতিরও গতিরোধ হইতে পারে, কিন্তু সাধুজনের চিত্ত কখনই বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। চাণক্য যতই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, চন্দনদাস ততই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে চাণক্য মনে মনে তদীয় অবিচলিত মিত্রতার সাধুবাদ করিয়া কপট ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্নিহিত চণ্ডালকে তাঁহাকে শূলে নীত করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় জিষ্ণুদাস নামক অপর এক জন মণিকার তথায় উপস্থিত ছিল; সে প্রিয়বান্ধব চন্দনদাস শ্মশানে নীত হইতেছেন দেখিয়া কাতরস্বরে চাণক্যকে নিবেদন করিল, মহাশয়, রাজা মদীয় সমুদয় ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া মিত্র চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা করুন। চাণক্য কহিলেন আমাদিগের বর্ত্তমান রাজা পূর্ব্বতন রাজাদিগের ন্যায় নিতান্ত অর্থলোভী নহেন; বরং চন্দনদাস তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অমাত্যপরিজন সমর্পণ করিলে, তিনি স্বকীয় ধনাগার হইতে শ্রেষ্ঠীকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। জিষ্ণুদাস দেখিল বান্ধবের প্রাণ রক্ষা করা তাহার ক্ষমতাতীত। সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, চন্দনদাস মিত্রপরিজন শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া কখনই আপনার জীবন পরিত্রাণ করিবেন না। বোধ হয় এই বুঝিয়াই জিষ্ণুদাস শোকদীনবচনে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল,

চন্দনদাস স্বীয় বন্ধুর নিমিত্ত স্বকীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে-ছেন, এতাদৃশ সাধু বান্ধবের বিয়োগদুঃখ একান্ত অসহ্য, অতএব আমি এই দণ্ডেই অগ্নিপ্রবেশ করিব। জিষ্ণু-দাস এই কথা বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে চিতাগ্নি প্রস্তুত করিতে বহির্গত হইল।

এ দিকে রাক্ষস কুসুমপুর সমীপবর্ত্তী দেখিয়া সহ-চর উন্দুরায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখে, আমরা কিরূপে মিত্র চন্দনদাসের সমাচার প্রাপ্ত হই; তদীয় শুভ সংবাদ না পাইলে সহসা নগরপ্রবেশ যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। উন্দুরায়ণ কহিল, মহাশয়, ঐ জীর্ণোদ্যান দেখা যাইতেছে, আপনি ঐ স্থানে গিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, অবশ্যই কোন পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহা হইলেই মিত্রের সংবাদ পাইতে পারিবেন। রাক্ষস তদীয় বাক্যানুসারে জীর্ণোদ্যানাভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন।

চাণক্যপ্রেরিত দূত এতক্ষণ উদ্যানমধ্যে রাক্ষসের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল, দূর হইতে রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের নিভৃত বাক্যালাপ শুনি-বার নিমিত্ত এক পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। রাক্ষস উদ্যানের সমীপবর্ত্তী হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়! নন্দবংশের পুরুষপরম্পরাগত রাজ্যলক্ষ্মী সম্প্রতি কুলটার ন্যায় একবারে নীচাসক্ত হইলেন; প্রজাবর্গ পূর্ব্বতন প্রভুভক্তি একবারে বিস্মৃত হইয়া দাসী-পুত্রের বশম্বদ হইল; রাজকর্ম্মচারীগণ রাজাধিরাজ নন্দের প্রসাদে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কি বলিয়া তাঁহারই শত্রুপক্ষের দাসত্ব স্বীকার করিল। হা ধর্ম্ম!

তুমি কি একবারে পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কি সকলেরই চিত্ত আকীর্ণ করিল; নির্ম্মল বন্ধুতা সরলতা ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ-নিচয় একবারে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিল। ভাল আমিই বা কি করিলাম। আমি যে যে উপায় অবলম্বন করিলাম সকলই নিষ্ফল হইল; অনুচর-গণ হতাশ-প্রায় হইয়া একে একে সকলেই অপসৃত হইয়া পড়িল, আমি উত্তমাঙ্গ-রহিত বিষধরের ন্যায় কেবল লোকের পদদলন-যোগ্য হইয়া রহিলাম। হায়! আমি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, হত বিধাতা একান্ত পরিপন্থী হইয়া তত্তাবৎ বিফলিত করিয়াছেন। পর্ব্বতকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৈরনির্যাতন করিব মনে করিয়াছিলাম, অকরুণ বিধাতা তাঁহাকে লোকান্তরিত করিলেন। তদীয় পুত্রকে অবলম্বন করিয়া স্বকীয় মনোরথ সিদ্ধ করিব মানস করিয়াছিলাম, দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহারও এক অভা-বনীয় ব্যতিক্রম ঘটিল। অতএব দৈবোপহত ব্যক্তির যে এইরূপ দুরবস্থা ঘটিবে তাহার আশ্চর্য্যই বা কি।

ক্ষণকাল এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে রাক্ষসের তদ্দিবস-বৃত্তান্ত স্মৃতি-পথে সমারূঢ় হইল। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন হাঃ, ম্লেচ্ছ মলয়কেতুর কি অবিবেকিতা! সে কি একবারও মনে ভাবিল না, যে ব্যক্তি লোকান্তরিত প্রভুর শত্রু-নিপাতনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রিয়-পরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে সে কি কখন ঘৃণিত লোভাকৃষ্ট হইয়া তদীয় বৈরিদলের সহিত সন্ধি করিতে সমর্থ হইতে পারে। অথবা মলয়কেতুরই

বা অপরাধ কি; দৈব প্রতিকূল হইলে পুরুষের বুদ্ধি স্বভাবতই বিপরীত হইয়া থাকে।

রাক্ষস এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে, পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ হইতে লাগিল। তখন তিনি করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, আহা! এই স্থানে নরেন্দ্র নন্দ দ্রুতগামী তুরগোপরি আরূঢ় হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভ্রমণ করিতেন, আতপতাপে তাপিত হইয়া বিশ্রামার্থ এই শীতল ছায়ায় উপবেশন করিতেন, এই স্থানে রাজন্যগণে বেষ্টিত হইয়া দিবাবসানে কতই আমোদ আহ্লাদ করিতেন; আহা! এক্ষণে তাদৃশ সুকোমল রমণীয় স্থান সকল, পতিপ্রাণা রমণীর ন্যায়, পতিবিয়োগে মলিন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

উন্দুরায়ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, মহাশয়, ক্ষণমাত্র উদ্যানমধ্যে বিশ্রাম করুন। রাক্ষস উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু বিশ্রাম করা দূরে থাকুক উদ্যানের দুরবস্থাবলোকনে তাঁহার শোক-সন্তাপ সমধিক প্রবলীভূত হইল, তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য, পুরুষের ভাগ্যে কখন্ কি ঘটে কিছুই বুঝা যায় না। অনতিকাল পূর্ব্বে আমি যখন উদ্যানবিহারার্থী হইয়া রাজ-ভবন হইতে বহির্গত হইতাম, শত শত রাজপুরুষ আমার অনুসরণ করিত, নাগরিকেরা নবোদিত শশধর-রেখার ন্যায় আমার প্রতি প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে চাহিয়া থাকিত, তখন মদীয় ইচ্ছামাত্রেই কার্য্য সকল যেন স্বয়ং সুসমাহিত হইত, এখন সেই আমি সেই উদ্যানে বিফল-প্রযত্ন হইয়া তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিতেছি। হা বিধাতঃ!

তুমি সকলই করিতে পার। আহা! অত্রত্য প্রকাণ্ড প্রাসাদ সকল নন্দবংশের সহিত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মিত্র বিয়োগে যেমন সাধু জনের হৃদয় শুষ্ক হয়, তদ্রূপ নন্দবিয়োগেই যেন সরোবর পরিশুষ্ক হইয়াছে। অবিবেকীর চিত্ত যেমন কুনীতি-জালে আকীর্ণ হয়, তদ্রূপ উদ্যানভূমি কন্টকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বৃক্ষবাটিকার অভ্যন্তরে কপোতকুল কোলাহল করিতেছে। ক্ষিতিরুহ সকল পরশুধারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ সর্পগণ তদুপরি নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া শাখাবলম্বন পূর্ব্বক শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; বোধ হইতেছে যেন ভুজঙ্গমগণ চির-পরিচিত মিত্রের ক্ষতাঙ্গে চীরখণ্ড বন্ধন করিয়া দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাসই পরিত্যাগ করিতেছে।

রাক্ষস এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে যেমন শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইবেন, অমনি আনন্দোৎফুল্ল নান্দী-নিনাদ নগরমধ্য হইতে সমুদীর্ণ হইয়া তাঁহার কর্ণগোচর হইল। রাক্ষস মনে করিলেন বোধ হয় মলয়কেতু সংযমিত হইয়া রাজভবনে আনীত হওয়াতেই এরূপ বিজয়ধ্বনি হইতেছে। তখন তিনি আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন হা বিধাতঃ! তোমার মনে ইহাই ছিল আমি প্রথমে শত্রুর ঐশ্বর্য্য শ্রাবিত হইয়াছিলাম, প্রদর্শিতও হইলাম, এক্ষণে আমাকে অনুভাবিত করাই তোমার অবশিষ্ট রহিল। রাক্ষস এই কথা বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চাণক্যপ্রেরিত চর অবসর বুঝিয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া দৃষ্টিপথবর্ত্তী অনতিদূরস্থ একটী বৃক্ষের শাখায় রশ্মি সংলগ্ন করিয়া আপনার উদ্বন্ধনের

উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাক্ষস দূরহইতে ঈদৃশ ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাহাকে তথাবিধ ঘোর নৃশংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সত্বর তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে শোকান্ধ পুরুষ, তুমি কি নিমিত্ত স্বহস্তে আপনার জীবন বিনাশ করিতে উদ্যত হইতেছ; আত্মঘাতী পুরুষের পরলোকে যে কি পর্য্যন্ত শাস্তি হয় তাহা কি তুমি জান না?

চর এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিল, মহাশয়, প্রাণভার নিতান্ত দুর্ব্বহ ও সুদুঃসহ হইয়া উঠিলে সকলকেই অগত্যা আত্মঘাতী হইতে হয়। মদীয় মিত্র জিষ্ণুদাস আপনার সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া অনলপ্রবেশ করিতে গিয়াছেন; আমিও, পাছে তদীয় অত্যাহিত শুনিতে হয় এই আশঙ্কায় ঈদৃশ নির্জ্জনস্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আসিয়াছি।

রাক্ষস জিষ্ণুদাসকে চন্দনদাসের মিত্র বলিয়া জানিতেন, সুতরাং এই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট নিজমিত্র চন্দনদাসের সংবাদ পাইতে পারিবেন মনে করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে, জিষ্ণুদাস কি অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, বা মহীপতির অপ্রিয় কার্য্য করিয়া তদীয় রোষ-ভাজন হইয়াছেন, অথবা কোন ইষ্টজনের বিরহে কাতর হইয়া একবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, যাহাতে তিনি আত্মাকে সহসা অগ্নিসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন?। চর কহিল মহাশয়, জিষ্ণুদাসের পুণ্যশরীরে কোন ব্যাধি নাই, তিনি রাজনীতিও উল্লঙ্ঘন করেন নাই, একমাত্র মিত্র-ব্যসনই তদীয় আত্মাপঘাতের কারণ হইয়াছে।

ইহা শ্রবণে রাক্ষসের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, বিবিধ অত্যাশঙ্কায় অন্তঃকরণ আকীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন তিনি আত্মশান্তি নিমিত্ত মনে মনে বলিতে লাগিলেন। হৃদয়, স্থির হও, এখনও সমুদয় সম্পূর্ণ হয় নাই, এখনও অনেক শোকাবহ-বার্ত্তা শ্রোতব্য রহিয়াছে। সাধু, জিষ্ণুদাস! সাধু, তুমি যথার্থই মিত্রকার্য্য করিতেছ। অনন্তর চাণক্যচর, চন্দনদাসের রাজদণ্ড বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলে, রাক্ষস শোকে অধীরপ্রায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, হা বয়স্য চন্দনদাস! হা শরণাগতবৎসল! তোমার কি এই হইল! শিবিরাজা শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষা নিমিত্ত আত্মশরীর হইতে যৎকিঞ্চিন্মাত্র মাংস দিয়া নির্ম্মল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তুমি শরণাগত প্রতিপালনের নিমিত্ত একবারে সমস্ত শরীর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার তুল্য কীর্ত্তিমান্ পুণ্যাত্মা সাধু পুরুষ পৃথিবীতে আর কে আছে।

অনন্তর রাক্ষস চরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি ত্বরায় গমন করিয়া জিষ্ণুদাসকে হুতাশনপ্রবেশ হইতে নিবৃত্ত কর, আমি এখনই পুরুষশ্রেষ্ঠ চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা করিতেছি, এই বলিয়া পার্শ্বস্থ খড়্গ উত্তোলিত করিয়া আরক্ত-নয়নে কহিলেন আমি এই সুতীক্ষ্ণ নিস্ত্রিংশমাত্র সহায় করিয়া বিপন্ন বান্ধবের অচিরাৎ উদ্ধারসাধন করিব। চর রাক্ষসকে তদবস্থ দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, মহাশয়, আপনার বদন-বিনিঃসৃত অসামান্য সাহস-বচন শ্রবণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনি অবশ্যই কোন মহাত্মা হইবেন, বোধ হয় অমাত্য রাক্ষস বন্ধুর পরিত্রাণহেতু স্বয়ং আসিয়া উপ-

স্থিত হইয়াছেন। রাক্ষস উত্তর করিলেন, সত্য, আমি সেই নরাধম রাক্ষসই; যে পাপাত্মা স্বামিকুল উন্মূলিত হইতে দেখিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে, যে স্বকীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত পরমপবিত্র মিত্রের প্রাণবধের নিদান হইয়াছে, সেই সার্থক-নামা রাক্ষস তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

তখন চর তদীয় চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিল মহাশয়, অদ্য আমার কি শুভদিন, এতাদৃশ বিপদের সময় যে অমাত্যের শরণ পাইলাম ইহা অবশ্যই দৈবানুকম্পাই বলিতে হইবে; বোধ হইতেছে আপনার কৃপাবলে জিষ্ণুদাস ও চন্দনদাস উভয়েরই প্রাণরক্ষা হইবে। কিন্তু শস্ত্রপাণি হইয়া আপনকার নগরপ্রবেশ বিধেয় বোধ হইতেছে না। কিয়দ্দিন হইল চণ্ডালেরা রাজাজ্ঞায় শকটদাসকে শ্মশানে লইয়া গেলে, একজন বলবান্ পুরুষ তাহাদিগের হস্তহইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান করে। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান চণ্ডালের সমুচিত দণ্ড করেন; তদবধি চণ্ডালেরা অতি সাবধান হইয়া আপনাদিগের নৃশংসকার্য্য সমাহিত করিয়া থাকে। এমন কি অস্ত্রধারী পুরুষকে শ্মশানাভিমুখে আসিতে দেখিলে তাহারা সত্বর বধ্য ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি অস্ত্রধারী হইয়া গেলে, বরং চন্দনদাসের শীঘ্রই অত্যাহিত ঘটিবার সম্ভাবনা।

রাক্ষস দেখিলেন খড়্গ অবলম্বন করিয়া মিত্রের উদ্ধার করা হইল না। এবং নীতি-কৌশল ফলশালী হওয়াও বিলম্ব-সাপেক্ষ: অতএব কি করি, এক্ষণে বৃষলহস্তে

পরিজন-সহ আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত মিত্রের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। রাক্ষস এই স্থির করিয়া দ্রুতগতি শ্মশানাভিমুখেই চলিলেন।

ইতি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চণ্ডালেরা রাজাজ্ঞানুসারে চন্দনদাসকে বদ্ধ করিয়া রাজমার্গে সমানীত করিলে, তদীয় বান্ধবগণ অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নাগরিক লোক সকল স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। রাজপথ জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল। চণ্ডালেরা, সাতিশয় জনতা নিমিত্ত গমনের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, অহে নাগরিকেরা তোমরা সাবধান হও, রাজবিরোধি ব্যক্তির এইরূপই দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। যদি এখনও কেহ রাক্ষসের পরিজন নৃপতিহস্তে সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে এই দণ্ডেই চন্দনদাসের বিমোচন হয়। তোমরা বৃথা জনতা করিয়া শ্মশান গমনের বিঘ্নকারী হইলে তোমাদিগেরও রাজদণ্ড হইবার সম্ভাবনা। চণ্ডাল-দিগের এরূপ তাড়না-বাক্যে ভীত হইয়া সকলেই অপ-সৃত হইয়া রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর শ্মশান সমীপবর্ত্তী হইলে চন্দনদাসের আত্মী-য়গণ তদীয় অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর যাতনা সন্দর্শনে অনি-চ্ছুক হইয়া একে একে সকলেই বিদায় লইয়া সোৎকণ্ঠ-হৃদয়ে প্রত্যাগত হইল, কেবল পরম দুঃখিনী তদীয় গৃহিণী একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকের হস্তধারণ করিয়া

তাঁহার অনুসারিণী হইলেন। ক্ষণমধ্যে শ্মশানে উপনীত হইলে, প্রধান চণ্ডাল চন্দনদাসকে কহিল, মহাশয়, পরিজন বিদায় করিয়া মরণার্থ প্রস্তুত হউন।

চন্দনদাস অশ্রুবদনা দীনা প্রেয়সীর প্রতি সজল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে, আর তোমার বধ্যভূমিতে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; তুমি কেন বৃথা রোদন করিয়া মদীয় শোকসন্তাপ সম্বর্দ্ধিত কর; আমি পবিত্র মিত্র-কার্য্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি; ইহাতে শোকের বিষয় কি আছে।" তদীয় কুটুম্বিনী রোদন করিতে করিতে কহিলেন, জীবিতনাথ, তুমি আমাকে নিবারণ করিও না, আমি পরলোকেও তোমার অনুগামিনী হইব। চন্দনদাস পতিপ্রাণা প্রেয়সীকে বিবিধ প্রবোধ বাক্য বলিয়া পরিশেষে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই অর্ভকটীকে সদা সাবধানে রাখিবে, আমি ইহলোকে বিদায় হইলাম। এই কথা বলিতে বলিতে চন্দনদাসের নয়নযুগল হইতে জলধারা বিগলিত হইয়া পড়িল। পঞ্চমবর্ষীয় বালকও পিতা মাতাকে কান্দিতে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। পুত্রের কাতরতা দর্শনে জনক জননীর শোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

তখন নৃশংস চণ্ডাল চন্দনদাসকে কহিল, মহাশয়, শূল নিখাত হইয়াছে, আপনি প্রস্তুত হউন। এই কথা শ্রবণমাত্র তদীয় গৃহিণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালক মাতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন চন্দনদাস চণ্ডালদিগের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, অহে, তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব কর, আমি প্রেয়সীর মূর্চ্ছাপনোদন

করি। এ কথায় তাহারা সম্মত হইলে, তিনি তদীয় মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! লোকান্তরিত ভর্ত্তা পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর প্রতি সদা সদয় দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রধান চণ্ডাল তাঁহাকে শূলে আরোপিত করিতে উদ্যত হইলে, চন্দনদাস কাতর-বচনে পুনর্ব্বার কহিলেন, অহে, তোমরা ক্ষণমাত্র বিলম্ব কর, আমি প্রাণাধিক পুত্রকে একবার শেষ আলিঙ্গন করি। চণ্ডালেরা কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাতেও সম্মত হইলে, তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস, আমি মিত্রকার্য্যে লোকান্তরে গমন করিতেছি, তুমি তোমার জননীর নিকট অবস্থান কর, রোদন করিও না। অজ্ঞান বালক পিতার গল-দেশ ধারণ করিয়া, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব বলিয়া, রোদন করিতে লাগিল। পরে প্রধান চণ্ডাল বালক-টীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় চণ্ডাল শ্রেষ্ঠীকে শূলে আরোপিত করিতে উত্তোলিত করিল। গৃহিণী পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালক হা তাত, হা পিতঃ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

রাক্ষস দূর হইতে বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাহাকে অভয়দান পূর্ব্বক ঘাতকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, অহে! তোমরা ক্ষণমাত্র বিলম্ব কর, সাধু চন্দনদাস তোমাদিগের বধ্য নহে। যে ব্যক্তি স্বচক্ষে স্বামিকুল বিনষ্ট হইতে দেখিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে, আর যে ব্যক্তি নির্দ্দয় কাপুরুষের ন্যায় পর-মাত্মীয় মিত্রকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, সেই অধন্য প্রকৃতাপরাধী পাপাত্মা তোমাদিগের সম্মুখীন হইল।

ইহারই জীবন বিনিময়ে নিরপরাধ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর প্রাণ রক্ষা কর। রাক্ষস এই কথা বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে বধ্য ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বল-পূর্ব্বক চণ্ডালদিগের হস্ত হইতে মিত্রকে উন্মোচিত করিয়া কঠোর স্বরে বলিতে লাগিলেন, রে নৃশংস চণ্ডালেরা, তোরা ত্বরায় তোদের প্রণেতা সেই নৃশংসতর চাণক্য বটুকে গিয়া বল্, "যে ব্যক্তির উপকার বিধান জন্য সাধু চন্দনদাস দণ্ডনীয় হইয়াছিল, সেই স্বয়ং বধ্য ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" চণ্ডালদ্বয় রাক্ষসের তথাবিধ ভীষণ রৌদ্র মূর্ত্তি সন্দর্শনে সাতি-শয় ভীত হইয়া কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল না, বরং তদীয় আদেশমাত্র প্রধান চণ্ডাল সত্বর চাণ-ক্যের নিকট সংবাদ দিতে গমন করিল।

এদিকে চাণক্য, রাক্ষস নিশ্চয়ই শ্মশান-ভূমিতে আসিবেন বুঝিতে পারিয়া, তদীয় সমাগম-বার্ত্তার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, চণ্ডালপ্রমুখাৎ সংবাদপ্রাপ্তি-মাত্র আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, 'আর কোন্ ব্যক্তি প্রজ্বলিত হুতাশন বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিল, কোন্ ব্যক্তি নিজ ভুজমাত্র সহায়ে করাল কেশরীকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া আনিল, কোন্ ব্যক্তিই বা পাশবন্ধন দ্বারা সদাগতির গতি রোধ করিল।" চণ্ডালবেশধারী সিদ্ধার্থক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "নীতিশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী ধীমান্ মন্ত্রি-বরই স্বকীয় ধিষণামাত্র সহায়ে এই সমস্ত দুরূহ ব্যাপার সম্পাদিত করিয়াছেন।"

চাণক্য কহিলেন, অহে সিদ্ধার্থক, এবম্বিধ লোকাতীত কার্য্যসকল কখনই মাদৃশ জনের কৃতিসাধ্য হইতে পারে

না, ইহা কেবল নন্দকুলের প্রতিকূল ক্রূরগ্রহ হইতেই হইয়াছে। এই কথা বলিয়া মন্ত্রিবর সত্বর রাক্ষস-সন্নিধানে গমন করিলেন।

রাক্ষস দূর হইতে চাণক্যকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ঐ দুরাত্মা চাণক্যবটু আপনার বিজয়স্পর্দ্ধা করিতে আসিতেছে, যাহাই হউক, মিত্রের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। রাক্ষস এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু তদীয় সন্দর্শনে চাণক্যের মনে অন্যবিধ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, এই মহাত্মা মহনীয় শত্রু-রত্নেরই বুদ্ধিপ্রভাবে আমাদিগকে রাত্রিন্দিব জাগরিত থাকিয়া সদা সভয়ে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। চাণক্য এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিকটে গিয়া রাক্ষসের চরণধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়, বিষ্ণুগুপ্ত প্রণাম করিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন।"

রাক্ষস কহিলেন অহে, আমি চণ্ডালস্পর্শে অশুচি হইয়াছি, আমাকে স্পর্শ করিও না। চাণক্য সহাস্য বদনে কহিলেন, মহাশয়, ইহাঁরা চণ্ডাল নহেন, ইনি সেই রাজপুরুষ সিদ্ধার্থক, দ্বিতীয়টী ইহাঁরই মিত্র সমিদ্ধার্থক। ইহাঁরা আমারই আদেশে চণ্ডালবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই সুচতুর সিদ্ধার্থকই কিয়দ্দিন পূর্ব্বে শকটদাসের কপট মিত্র হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ভবদীয় মুদ্রাঙ্কিত সেই পত্রখানি লিখিয়া লইয়াছিলেন। রাক্ষস পরমমিত্র শকটদাসের নির্দ্দোষিতার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

চাণক্য পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাশয়, আমি আপনাকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত কৌশল করি-

য়াছিলাম, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলি, শ্রবণ করুন। পত্রোল্লিখিত আভরণত্রয়; মলয়কেতুর কপটমন্ত্রী ভাগুরায়ণ; ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত প্রভৃতি অনুচরগণ; তদীয় ভৃত্য উন্দুরায়ণ; অনলপ্রবেশোন্মুখ জিষ্ণুদাস; এবং জীর্ণোদ্যানগত আর্ত্ত পুরুষ; এ সমস্তই আমার প্রয়োজিত। এইরূপে চাণক্য রাক্ষসকে আত্ম-বুদ্ধিকৌশল সঙ্ক্ষেপতঃ অবগত করিলেন।

ইত্যবসরে চন্দ্রগুপ্ত রাক্ষসের সমাগম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভাবিতে লাগিলেন, "অহো, বুদ্ধির কি অসাধারণ ক্ষমতা, আর্য্য চাণক্য কেবল বুদ্ধিমাত্র অবলম্বন করিয়া ঈদৃশ দুর্জ্জয় রিপুকুল অনায়াসে পরাজিত করিলেন। কিন্তু, আমার এ বিষয়ে শ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই; চাণক্যের ধিষণারূপ প্রচণ্ড প্রভাকর-কিরণে মদীয় শৌর্য্য, বীর্য্য ও পুরুষকার নক্ষত্রবৎ নিষ্প্রভ হইয়াই রহিল। অথবা একপ দুঃখ করা আমার নিতান্ত অনুচিত। মন্ত্রী উপযুক্ত হইলে রাজারই মুখ উজ্জ্বল হইয়া থাকে; অতএব ইহাতে আমার লজ্জার বিষয় কি আছে।" চন্দ্রগুপ্ত মনোমধ্যে এই প্রকার আন্দোলন করিতে করিতে শ্মশানে সমুপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে চাণক্যের চরণে প্রণিপাত করিলেন। চাণক্য যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বৃষল ভাগ্যবলে তোমার পৈতৃক মন্ত্রী অমাত্য রাক্ষস স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁকে প্রণাম কর। রাজা শিরোবনমন পূর্ব্বক রাক্ষসের চরণ বন্দনা করিলেন; পরে রাক্ষস জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহাশয়,

যাহার রাজ্যতন্ত্র-পরিচিন্তনে অমাত্য রাক্ষস ও পূজ্য-পাদ চাণক্য মন্ত্রী আছেন, বিজয়শ্রী সর্ব্বদাই তাঁহার করতল-প্রণয়িনী হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের নিতান্ত বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তদীয় সুশীলতা ও বিনীত ভাব সন্দর্শনে তাঁহার সেই পূর্ব্বতন ভাব একপ্রকার অন্তর্হিত হইল। তিনি স্থির বুঝিলেন, চাণক্য, রাজার গুণেই এতদূর সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। জিগীষু ভূপাল স্বয়ং উপযুক্ত না হইলে, মন্ত্রী কখনই কৃতকার্য্য বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। রাজা নিজে অবিবেকী হইলে মন্ত্রীকে নদীকূলস্থ বৃক্ষের ন্যায় অবশ্যই শীর্ণাশ্রয় হইয়া পতিত হইতে হয়।

অনন্তর রাক্ষস স্বকীয় জীবন-বিনিময়ে নির্দ্দোষী চন্দনদাসের জীবন প্রার্থনা করিলে, চাণক্য অতিবিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাশয়! চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে, আপনাকে এই মন্ত্রিগ্রাহ্য অস্ত্রখানি গ্রহণ করিতে হইবে। রাক্ষস মনোমধ্যে নানা প্রকার আন্দোলন করিয়া পরিশেষে অগত্যা মন্ত্রিপদ স্বীকার করিলেন।

এইরূপে চাণক্যের মনোরথ সম্পূর্ণ হইলে, তাঁহারা তিন জনে রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রবিষ্ট মাত্র একজন দ্বারবান্ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! কিয়ৎক্ষণ হইল রাজপুরুষেরা কুমার মলয়কেতুকে সংযত করিয়া আনিয়াছেন, এক্ষণে আপনকার যেরূপ আজ্ঞা হয় তাহাই করা যায়। দ্বার-বানের এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি সহাস্যবদনে কহিলেন, বৃষল, তোমারই ভাগ্যবলে অমাত্য রাক্ষস পুনর্ব্বার মগধরাজ্যের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহারই মন্ত্রণা লইয়া কার্য্য কর, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রগুপ্ত এতদনুসারে রাক্ষসের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি মলয়কেতুকে বন্ধনোন্মুক্ত করিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাক্ষস এইরূপে মগধরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত ও পুনঃস্থাপিত হইলে, প্রাচীন প্রজাগণ নন্দ-বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইয়া নবীন-নরপালের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। নির্ম্মল শান্তিসুখ রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। রাক্ষস পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সাবধান হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলসম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। এবং আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ বোধ করিয়া স্বকীয় উন্মুক্ত শিখা পুনর্ব্বার আবদ্ধ করিলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ যে সমস্ত অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় অন্তঃকরণ নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তিনি ইতর-বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে তপোবন যাত্রা করিলেন।

ইতি সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সম্পূর্ণ।